ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 June, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ জুন, ২০২০ ইং ■ ৪ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কয়েক মুহূর্তের ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড বলদাখাল এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। বৃহস্পতিবার সকালে কয়েক মুহূর্তের ঘূর্ণিঝড় আগরতলার বলদাখাল এলাকা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং বাজারের দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়ে সদর মহকুমাশাসক সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন। পাশাপাশি, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং বিধায়ক রতন চক্রবর্তীও এলাকায় ছুটে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজখবর নিয়েছেন, কথা বলেছেন পীড়িতদের সঙ্গে। তাঁদের হাতে সামান্য আর্থিক সাহায্যও তুলে দিয়েছেন তাঁরা। আজকের ঝড়ে একটি পরিবারকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

আজ সকাল ৯টা নাগাদ ওই ঘূর্ণিঝড় শুধুমাত্র বলদাখাল এলাকায় প্রভাব ফেলেছে। অন্যত্র এর প্রভাব পড়েনি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এ-বিষয়ে আবহাওয়া দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে বলদাখাল এলাকাতেই ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়েছিল। ওই এলাকায় কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপাট তছনছ করে দিয়ে ঘূর্ণিঝড় থেমে গেছে। ওই

আধিকারিকের দাবি, অন্যত্র ঘূর্ণিঝড়ের কোনও প্রভাব পড়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়নি।

এদিনের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল, বেশ কয়েকটি বাড়ির ঘরের টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কয়েকটি বাড়ির পাকা দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। চন্দ্রপুর বাজারে কয়েকটি দোকানের টিনের চাল ঘূর্ণিঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বাজারে একটি টমটম (ই-রিকশা) দাঁড়ানো ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে টমটমটি ভেঙে চুড়মার হয়ে গছে। টমটম চালক সামান্য আহত হয়েছেন।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব নিয়ে বলদাখাল এলাকার বাসিন্দা সুজিত কুমার দেবনাথ বলেন, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘূর্ণিঝড় সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। বৃদ্ধ মা ঘরেব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে সরকার গঠনের পথে কংগ্রেস-এনপিপি জোট রাজ্যপালকে মেমোরেন্ডাম

ইমফল, ১৮ জুন (হি.স.)।। মণিপুরে এনপিপি-কংগ্রেস জোট সরকার গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ বৃহস্পতিবার মণিপুর বিধানসভার অধ্যক্ষ ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিঙের অপসারণ চেয়ে ১২ জন বিধায়কের স্বাক্ষর সংবলিত নোটিশ বিধানসভা সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। সংবিধানের ধারা ১৭৯ (সি) মোতাবেক এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে টুইট বার্তায় জানিয়েছেন মণিপুর কংগ্রেসের মুখপাত্র নিঙ্গমবান বুপেন্দ মেইতেই। এদিকে, সংকট মোচনে বিজেপি হাইকমান্ড অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা-র দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সূত্রের খবর, রাজ্যে বিজেপি জোট সরকারের সংকট মোচন করতে মণিপুর যেতে পারেন নেডা-আহ্বায়ক ড় শর্মা।

রাজ্যের পদত্যাগী উপমুখ্যমন্ত্রী এনপিপি নেতা ইউনাম জয়কুমার সিং বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যপাল নাজমা হেপতুল্লার কাছে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে মেমোরেন্ডাম পাঠানো হয়েছে। মণিপুরে বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনে ২১টি আসনে জয়ী হয়েছিল। জোট বেঁধে বিজেপি মণিপুরে সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু, গতকাল বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। কারণ, তিন বিজেপি বিধায়ক, চার এনপিপি, এক টিএমসি এবং এক নির্দল বিধায়ক জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। বিজেপি বিধায়ক দল থেকে এবং এনপিপি বিধায়কগণ মন্ত্রিসভা থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশাবিরোধী অভিযানে গিয়ে ছুরিকাহত পুলিশের গোয়েন্দা কর্মী, উদ্ধার প্রায় চার লক্ষ টাকার ব্রাউনসুগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৮ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে গিয়ে ছুরিকাহত হয়েছেন গোয়েন্দা পুলিশের এক কর্মী। নেশা কারবারিদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত গোয়েন্দা কর্মী জিএম উদ্দিনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর-পরই নেশা কারবারিরা পালাতে সক্ষম হয়েছে। তবে তারা দুই প্যাকেটে মোট ২৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার ফেলে গেছে। পুলিশ ওই হেরোইন উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষ্মীনগর ২ নম্বর ওয়ার্ডে সংগঠিত এই ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন। পুলিশ নেশা কারবারিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার চোরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আজ বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা পুলিশ, চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর নেশা বিরোধী অভিযানের নেমে ওৎ পেতে বসেছিলেন। বেলা আড়াইটা নাগাদ লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রেমতলা গৌরীপুর সড়কের ওপর ৪/৫ জন নেশা কারবারির এক দলকে আটক করেন গোয়েন্দা পুলিশের তিন কর্মী। তাদের তল্লাশি করে দুই প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। ওই সময় নেশা কারবারিরা গোয়েন্দা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করোনা আক্রান্ত ২০ জন, সুস্থ ৫৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ত্রিপুরায় আজ একদিনে ২০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। অন্যদিকে, ৫৮ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়ে ছুটি পেয়েছেন। তাতে, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১১৫৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬১৪ জন সুস্থ হয়েছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী দুপুরে এক টুইট বার্তায় বলেন, ১৩০টি নমুনা পরীক্ষায় ৯ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে তিনজন বিমান যাত্রী এবং বাকি ছয়জন করোনা সংক্রমিতের সংস্পর্শে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন তিনি জানান, আজ নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে খোয়াই জেলায় ৫ জন, পশ্চিম জেলায় ৩ জন এবং গোমতী জেলায় ১ জন বাসিন্দা রয়েছেন।

সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় টুইট করে বলেন, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, ৫৮ জন করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই, তাদের হাঁপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য পুলিশে আধুনিকীকরণ, শীঘ্রই চালু হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ত্রিপুরা পুলিশকে আধুনিকীকরণের জোর দিয়েছে সরকার। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রচেষ্টায় খুব দ্রুত ত্রিপুরা পুলিশে যুক্ত হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ। সেই লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ৫০ জন তথ্য-প্রযুক্তিবিদ নিয়োগে ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সাথে প্রযুক্তির যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশ সূত্রে এই খবর জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে রাজ্য পুলিশের আধুনিকীকরণের উপর জোর দেওয়ার মতো কোনও যথাযথ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। পুলিশের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতায় দুর্বলতা থেকে বের করে আধুনিক করার উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবই প্রথম গ্রহণ করেছেন। ত্রিপুরা তিন দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেরা থাকায় পুলিশের আধুনিকীকরণের গুরুত্ব অনুভব করেছেন তিনি। ইতিপূর্বে ১০০ টোল ফ্রি নম্বরের মাধ্যমে পুলিশি পরিষেবা সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। এখন তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ চালু হলে ত্রিপুরা পুলিশ আধুনিক কারিগরি সুবিধার আওতায় যুক্ত হবে। ত্রিপুরা পুলিশ খাতে ২০১৫-১৬ সালে খরচ করা হয়েছে ৩১৯.৬৫৬ লক্ষ টাকা। সেই তুলনায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পুলিশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়ম রক্ষায় পালিত হবে খার্চি পুজা, মেলা বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব এ বছর নিয়ম রক্ষার জন্য পালিত হবে। করোনা-র প্রকোপে কোনও মেলার আয়োজন হবে না। পূজার্চনায়ও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিধায়ক তথা খার্চি মেলা কমিটির চেয়ারম্যান রতন চক্রবর্তী আজ বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, করোনা-র প্রকোপে গোটা জাতি আজ বিপন্ন। তাই, নানা আচার-অনুষ্ঠানে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মূলত, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্যই ওই উদ্যোগ নিতে হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী উৎসব খার্চি এ বছর শুধুই নিয়ম রক্ষার জন্য পালিত হবে। জাতি-উপজাতি মেলবন্ধনের ওই উৎসব করোনা-র প্রকোপে সাদামাটাভাবে উদযাপিত হবে। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু মানুষ এই উৎসবে শামিল হন। প্রায় ১৫ লক্ষাধিক জনসমাগম প্রতি বছর খার্চি মেলা উপলক্ষ্যে দেখা যায়। কিন্তু, এ বছর মেলা হচ্ছে না। সাথে তিনি যোগ করেন, এবার বলি প্রথাও বন্ধ থাকবে।

তিনি ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, এ বছর ঘরে বসেই প্রার্থনা করুন। তাঁর কথায়, পূজার্চনায় এবার কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পুণ্যার্থীরা প্রণাম জানাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্থানে নাবালিকা বিক্রি, হাইকোর্টের সুয়োমোটো মামলায় নোটিশের আজ জবাব দেবে রাজ্য সহ সব পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। ত্রিপুরার নাবালিকা রাজস্থানে বিক্রির ঘটনায় উচ্চ আদালত সুয়োমোটো মামলা নিয়েছে। ওই মামলায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র দফতর, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন, ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশন, ঊনকোটির জেলাশাসক এবং জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন-কে নোটিশ দিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশন ভিডিও কনফারেন্সে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের সাথে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। ওই নাবালিকাকে সুরক্ষিতভাবে

পাচারকারীকে গ্রেফতারের দাবি ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের

ত্রিপুরায় ফেরত এবং তাকে রাজস্থানে নিয়ে বিক্রির দায়ে জনৈক রাজু দেবনাথকে গ্রেফতার চেয়েছেন ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন নীলিমা ঘোষ।

প্রসঙ্গত, ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে গত ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরা থেকে রাজস্থান নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাকে সেখানে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মে মাসে ওই নাবালিকা জনৈক ব্যক্তির বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। বিষয়টি কেবল মহিলা কমিশনই নয়, শিশু সুরক্ষা কমিশনেও পৌঁছেছিল। তদন্ত চলাকালীন ওই নাবালিকা ত্রিপুরার বাসিন্দা বলে দাবি করে। তাঁর বাড়ি ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানা এলাকায় অবস্থিত বলে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

এই ঘটনায় ঊনকোটি জেলা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ওই নাবালিকার ঠিকানা নিশ্চিত করেছে রাজস্থানের মান্দাওয়া পুলিশ। নাবালিকাটি পুলিশকে জানিয়েছে, তাকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। তাই, সে পালিয়ে যায়। সম্প্রতি পুলিশ তার শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন তার সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। গত ১৬ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ বাংলাদেশ থেকে দুই শিশুসহ ১২২ জন নাগরিক ফিরলেন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে বাংলাদেশে আটকে থাকা দুই শিশু সহ ১২২ জন ত্রিপুরার নাগরিক আজ ফেরত এসেছেন। আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে তাঁরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার পর তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হয়েছে।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আটকে থাকা ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক গত ২৮ মে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছিল। দ্বিতীয় দফায় আজ এবং আগামীকাল দু-দিনে ২৮৮ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করেছে বিদেশ মন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ থেকে ১৩৪ জন ত্রিপুরার

নাগরিকদের ফিরে আসার সূচি নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু, দুই শিশু সহ ১২২ জন ত্রিপুরার নাগরিক বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। এ-বিষয়ে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির আগরতলা ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি জানান, আজ বাংলাদেশ ফেরত এই সকল ত্রিপুরার নাগরিকদের মধ্যে একটি দেড় মাসের এবং একটি ৯ মাসের শিশু রয়েছে। তিনি বলেন, এবার আইসিপি-তে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ২৮ মে বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিক করোনা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে বিএসএফ সহ ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই বিপদ এড়াতে সকলকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছিল আজ। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার নাগরিকদের গ্রহণে যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র তাঁরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, বাংলাদেশের আখাউড়ায় লোকনাথ সেবাশ্রমে শান্তিবন মহাশ্মশানে আশ্রিত ঊষাবাজারের একটি পরিবার আজ একইসাথে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছেন। করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে ওই পরিবারটি আটকা পড়েছিলেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ওই আশ্রমে আশ্রিত ছিলেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৪৬ ▫ ১৯ জুন ২০২০ ইং ▫ ৪ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

স্মার্ট সিটির কান্না

রাজধানী আগরতলা কবে সত্যি সত্যিই স্মার্ট হইবে তাহা স্বয়ং ঈশ্বর বলিতে পারিবেন কিনা বলা মুশকিল। শহর আগরতলাকে জলমুক্ত ও জঞ্জাল মুক্ত করিতে কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। জল নিস্কাশনে দুই হাত উজার করিয়া অর্থ ব্যয় করিলেও বনমালীপুরের কান্না থামিতেছে না। ড্রেইনগুলির উপর কংক্রিটের ঢাকনা ইত্যাদি দিয়া জল প্লাবন বন্ধ করিতে বিভিন্ন উদ্যোগও জলে যাইতেছে। এইসব ড্রেইনের কাজ বৃষ্টির মরশুমে করা যায় না। বর্ষা আসিবাার আগেই এইসব ড্রেইনের কাজ শেষ করিতে না পারিলে ড্রেইনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইবার ড্রেইনের কাজ শুরু হইয়াছিল বর্ষার অনেক আগেই। কিন্তু, লকডাউন ইত্যাদি কারণে এইসব ড্রেইন ও কালভার্ট নির্মাণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজ অর্ধ সমাপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। আর এই অবস্থায় বর্ষার দাপট দেখা দেয়। সেই রাজধানী শহর সামান্য বৃষ্টিতে আবার জলের তলায় আশ্রয় নেয়। রাজধানীবাসীর জনদুর্ভোগও বাড়িয়া যায়। কার্য্যত জলের তলায় আগরতলা স্মার্ট সিটি।

রাজধানী শহর আগরতলা বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হইলে দুঃখের অন্ত থাকে না। শহরের সূচনা লগ্নে এমন ভয়ংকর জল প্লাবন দেখা না গেলেও বর্তমানে পরিস্থিতি গুরুতর। রাজন্য যুগে আগরতলায় যে সড়ক তৈরী হইয়াছে তাহা অনেকটাই সংকীর্ণ। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বা চাহিদা মাথায় রাখিয়া তখন সেই রাস্তাগুলি তৈরী হয় নাই। দিনে দিনে শহরে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। বাড়ীঘর, অট্টালিকা গগনচুম্বি হইয়াছে। কিন্তু, এই ছোট্ট শহর, রাজন্য আমলে গড়িয়া উঠা শহর এত এত ভার তো বহন করিতে পারিতেছে না। শহর আগরতলা অনেকটাই কড়াইয়ের মতো। শহরের মধ্যস্থল জলমগ্ন থাকে। এই জল সরানোর জন্য শহরে জলের পাম্প বসানো হইয়াছে। কিন্তু, জল যত দ্রুত বাড়ে সেই মতো দ্রুত জল সরানো যায় না। আর এজন্যই শহর জলে ভাসিতে থাকে। রাজধানী শহর যতই স্মার্ট হউক না কেন জল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি না মিলিলে শহর স্মার্ট হইয়া উঠিতে পারিবে না। শুধু জল যন্ত্রণা নহে, শহর আগরতলার বিভিন্ন স্থানে সরকারী জায়গা, পুকুর জবর দখল হইয়া যাইতেছে। এইসব জায়গায় মশার আঁতুড় ঘর হইয়া উঠিয়াছে। মশক যন্ত্রণার বিরুদ্ধে স্মার্ট আগরতলার কোনও ভ্রুক্ষেপ নাই। সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে শহর আগরতলার ভাগ্যের চাকা সত্যিই কি ঘুরিবে? সত্যিই কি একদিন রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত আগরতলার মুকুটে বিজয়ের পালক উঠিবে?

রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত এই শহর ধন্য হইয়াছে বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদস্পর্শে। রবীন্দ্র রচনায় ত্রিপুরার রাজকাহিনী অবলম্বনে নাটক ইত্যাদি বিশ্বে বন্দিত হইয়াছে। বিশ্ব বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ত্রিপুরা রাজ আনুকূল্য পাইয়াছিলেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য হইলেও গৌরব ছিল আলোকিত। সেই রাজন্য আমলের রাজপথ, গলিলিই রাজধানীর স্মৃতিকে চোখের সামনে মহিমান্বিত করে। সেই মোরমের রাস্তা এখন পীচ ঢালা। রাজ আমলের একমাত্র মোটরযান শহর দাপাইতে। আজ হাজার হাজার যান বাহনের কোলাহলে শহর থাকে প্রতিনিয়ত প্রাণ চঞ্চল। এই গর্ব ও গৌরবকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু, জল যন্ত্রণার হাত হইতে যে শহরের সহজে নিস্কৃতি নাই সেই শহর রাজন্য স্মৃতিতে গৌরবোজ্জ্বল হইতে পারে কিন্তু স্মার্ট সিটি হইবে কি করিয়া? আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির যুগে স্মার্ট না হইবার বেদনা সহজে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব?

বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ডিওয়াইএফআইয়ের পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধস্তি

ক্যানিং, ১৮ জুন (হি. স.) : ত্রাণ ও ত্রিপলের দাবিতে ক্যানিং ১ বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ল বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মী সমর্থকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

বাম যুব সংগঠনের অভিযোগ, আমপানের পর একমাস কেটে গেলেও ক্যানিং ১ ব্লকের বহু দুর্গত মানুষ সরকারি ত্রাণ পাননি। বাড়ি ভেঙে গেলেও একটা সরকারি ত্রিপল পাননি। বারে বারে প্রশাসনের তরফ থেকে বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। আর সেই কারনেই এদিন ফের বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বাম যুব সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা। দুসপ্তাহ আগে আরও একবার একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তারা। বিডিওকে ডেপুটেশন ও জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু, সেই ডেপুটেশন জমা দিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা নাগাদ দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন বাম যুব সংগঠনের কর্মীরা। বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভের খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীদের মোতায়েন করা হয় বিডিও অফিসের মূল ফটকের সামনে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বিক্ষোভের পর মিছিল করে বিডিও অফিসের ভিতরে ঢুকতে গেলে তাদেরকে বাধা দেয় ক্যানিং থানার পুলিশ। পুলিশের সাথে ধ্বস্তাধস্তি হয় সেখানে। এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে ক্যানিং থানার আই সি অমিত হাতি নিজে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। এরপর বাম যুব সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল বিডিও ক্যানিং ১ নিলাদ্রি শেখর দের কাছে গিয়ে তাদের দাবি জানান। দাবি ক্ষতিয়ে দেখে ব্যাবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

বাম যুব নেতা সৌরভ ঘোষ বলেন, “ আমফানের পর একমাস কেটে গেছে কিন্তু এখনও এই ব্লকের বহু দুর্গত মানুষ ত্রাণ পাননি, একটা ত্রিপল ও পাননি। আমরা বারে বারে বিডিওকে জানিয়েছি, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু সমস্যার সমাধান করেননি। তাই আমরা আবার আন্দোলনে নেমেছি। এবার সমস্যার সমাধান না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো”।

মরশুমের প্রথম ইলিশ এল বাজারে

ডায়মন্ড হারবার, ১৮ জুন (হি. স.) : মরশুমের প্রথম ইলিশ ঢুকলো বাজারে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার এই মরশুমের প্রথম ইলিশ এল বৃহস্পতিবার। লকডাউন ও মৎস্য দফতরের দুমাসের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে গত ১৫ই জুন দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ থেকে প্রায় তিন হাজার ট্রলার রওনা দিয়েছিল বঙ্গোপসাগরে। বুধবার আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য বেশ কিছু ট্রলার মাছ ধরা বন্ধ দিয়ে উপকূলে আশ্রয় নেয়। আবহাওয়া শান্ত হলে ফের মাছ ধরতে শুরু করেন তারা। অবশেষে বৃহস্পতিবার বেশ কিছু ট্রলার মাছ নিয়ে ফিরেছে। আর সেই কারণে আজই প্রথম ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজারে প্রায় কুড়ি টন ইলিশ মাছ ঢুকেছে।

মরশুমের প্রথম মাছ ঢোকায় খুশি মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে আড়তদাররা। কিন্তু এসবের মধ্যে করোনা আবহে নতুন করে এই এলাকায় যাতে সংক্রমণ না ছড়ায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রয়েছে প্রশাসনের। সেই কারণে এদিন নগেন্দ্রবাজারে করণা আবহে বিশেষ পদক্ষেপ প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। এদিন ডায়মন্ডহারবার নগেন্দ্র বাজারের কর্মীদের থার্মাল স্ক্রিনিং এর পাশাপাশি পুরো বাজারটিকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। ডায়মন্ড হারবারে সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিক জয়ন্ত প্রধান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ উমাপদ পুরকাইত, ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা ও ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সেন উপস্থিত থেকে পুরো বিষয়টি তদারকি করেন। প্রথম দিনেই যে পরিমান ইলিশ বাজারে ঢুকতে শুরু করেছে তাতে খুশি মাছ ব্যবসায়ী ও আড়তদাররা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী দু একদিনের মধ্যে আরও প্রচুর পরিমান ইলিশ বাজারে আসবে। ফলে এবার বর্ষার শুরু থেকেই ভোজন রসিক বাঙালি ইলিশের নানা পদের স্বাদ নিতে পারবেন বলেই আশাবাদী সকলে।

অনাহার, অপুষ্টি এবং অর্ধাহারের ভারতবর্ষ কীভাবে জন্ম দেবে সুষম আহারের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা?

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ জুন ২০২০। পেরোলাম আরেকটা বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা দিবস। যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ-জোট বেঁধে আসে, একা নয়। অতিমারী এসেছে, ভারত-নেপাল -চিন-আমেরিকা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেন ক্রমশ প্রস্তুত হচ্ছে। মন বলছে, শুধু দুর্ভিক্ষ দেখতে চাই না আর।কিন্তু, করোনা পরিস্থিতি আরও একবার রেশন দোকানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভারতবর্ষকে টের পাইয়ে দিল, তা প্রমাণ করল যে, ১৯২০ সালেও যা ২০২০ তেও তাই-ই। বেশিরভাগ ভারতীয়ের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। রাষ্ট্রে দয়ার ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হয় দেশের বৃহৎ একটা অংশকে। কিন্তু কেন স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও জনগণকে এটুকু স্বাবলম্বীতা দেওয়া গেল না, যাতে অন্তত তাঁরা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহের (দেশে তো খাদ্যের অভাব নেই, আছে যোগান ও বন্টনের সুব্যবস্থার) ক্রয় , মক্ষতাটুকুর সামর্থ অর্জন করতে পারে? আত্মনির্ভরতা তো তাই-ই। যেদিন জনপরিসরে প্রয়োজনীয়তার বিচারে, দেশ থেকে রেশন দোকান উঠে যাবে এবং ত্রাণ অনুদান ভর্তুকি ইত্যাদি শব্দগুলির চিরস্থায়ী বিলোপ ঘটবে, সেইদিন আমরা প্রকৃত অর্থে আত্মনির্ভর হব।

পরিস্থিতি নির্ভর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দেশ তথা রাজ্যগুলি করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয়েছিল। প্রাত্যহিক তথ্যে তা আজ চরম ব্যর্থতার শিকার। একথা ঠিক যে, আপতকালীন অবস্থায় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন হয় প্রেডিকশন নির্ভর সিদ্ধান্তের। লকডাউন তোকোনও সমাধান ছিল না, ছিল আশু লড়াইয়ের প্রস্তুতিপর্ব। লকডাউনের মধ্যেই দেশ পরিচালনার প্যারামিটারগুলির অর্থাৎ কৃষি পরিবহণ বিতরণ, শিল্পপতি শ্রমিক মজুরি, স্বাস্থ্য, পরি,বো সচেতনতা, শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের ভবিতব্য নির্ধারক পন্থাগুলি মিড-ডে মিল ইত্যাদি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পরিকল্পনা সেরে ফেলার ও প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। সেটার ব্যাপারে যে গরিমসি হয়েছে, তা আজ বলাইবাহুল্য। হয়তো গণনা ভুলে পরিস্থিতির জটিলতার আন্দাজ যা করা হয়েছিল আর বাস্তবে যা হল, তার অন্তর ব্যাপক। কিন্তু কারা দেবে সেই গণনাবুলের খেসারত? ফলস,সরকারপক্ষগুলি এখন বাধ্য হয়েই মানুষের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাতেই এর নীতিতে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নইলে আরেকটা গণনা বলছে, অর্থনীতির মানদন্ডে দুর্ভিক্ষের শাস্তি হবে নিশ্চিত। আর তাই আজকাল অহরহ ঘোষিত ও প্রচারিত হচ্ছে, সুষম আহার এবং নিয়মিত শরীরচর্চাই হবে করোনা মোকাবিলায় তুরুপের তাস। কিন্তু,

অনাহার, অপুষ্টি এবং অর্ধাহার জর্জরিত ভারতবর্ষ পারবে কি সুষম আহারের রোগ প্রতিরোঘ ক্ষমতার জন্ম দিতে?

আচার্যদের প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘ম্যালেরিয়ার অন্নতম কারণ অন্নাভাব। উদরপূর্তি করিয়া দু-বেলা আহার করিবার সৌভাগ্য শতকরা ক’জনের আছে, তাহা সকলেই জানেন। ‘আইএফপিআরঅঅই ওয়েল্থ হাঙ্গার লাইফ এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফি বছর বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার বা অনাহারের একটি করে রিপোর্ট প্রস্তুত করে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কোনও দেশের জিএইচ সুচক যদি শূন্য হয় তাহলে সে দেশ অনাহারমুক্ত। র‍্যাঙ্কের বৃদ্ধি মানেই অনাহারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। আর এই সূচক যদি কোনও দেশের ক্ষেত্রে ৫০ পেরোয়, তার অর্থ হল সেই দেশে অনাহার, শিশুমৃত্যু ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছে গেছে। ২০১৪ সালে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ৭৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ৫৫। ২০১৬ সালে ১১৮টি দেশের মধ্যে ভারতের র‍্যাঙ্ক ৯৭। ২০১৭ সাল ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০০। ২০১৮ সালে ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারত ১০৩ নম্বর । ২০১৯ সালে ১১৭টি দেশের মধ্যে এই দেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে ১০২ নম্বর। সুতরাং, বারতের অনাহারের চিত্রটা যে ক্রমেই খারাপ হয়েছে, বলাইবাহুল্য। গোটা বিশ্বের ৮২ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে নাকি এক তৃতীয়াংশ মানুষের বাস ভারতে। অর্থাৎ ২০ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতি রাতে অভুক্ত থেকে ঘুমোতে যান, এই ভারতে। সংবাদমাধ্যমেরই তথ্যাদি জানাচ্ছে, প্রতিদিন ৭ হাজারেরও বেশি ভারতবাসী অনাহারে মারা যান, বছরে যে সংখ্যাটা ২৫ লাখেরও বেশি। এদেশে দু’বছরের কম বয়সের মাত্র ৬.৪ শতাংশ শিশু সুষম আহার পায়। ভারতে পাঁচ বছরের নীচি থাকা ৩৫ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি হয় না। ১৭ শতাংশ শিশু অর্ধাহারজনিত কারণে কম ওজনের সমস্যায় ভুগছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা জানাচ্ছে, দেশে পাঁচ বছরের নীচে থাকা প্রায় সাড়ে সাত কোটি শিশু রক্তাল্পতায় বুগছে। হিমোগ্লোবিনের অভাবে এরা ক্লান্স হয়ে পড়ে আর সহজেই শিখার হয় মারণ রোগের এমনকি অপুষ্টির কারণে এদের মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশঅব্দি হয় না।

এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় উপভোক্তা, খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী রামবিলাস পাসোয়ান এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে, ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা মানুষেরা খাদ্যসামগ্রী পেয়ে থাকেন। এছাড়া, মিড ডে মিল, গম-ভিত্তিক পুষ্টি প্রকল্প, অন্নপূর্ণা যোজনা সহ বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শিশু ও কিশোর কিশোরীরা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পায়। কেনজ্র জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন এবং ওডব্লিউএস এর আওতায় প্রতি বছর ৬১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধুমাত্র ভাত বা রুটি তো সুষম আহারের যোগান দিতে পারে, না। প্রয়োজন শাসকসব্জি, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদিরও। তবেই তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে। অথচ আমাদের গ্রামবাংলার মানুষগুলি শাকপাতা, গেঁড়ি-গুগলির ওপর নির্ভর করে থাকে, নয়তো শুধুমাত্র নুন দিয়েই মেখে নেয় অন্নজল। এটাই তো চিরপরিচিত গ্রামবাংলার ছবি। ‘হাথক দরপণ’ -এ রামচন্দ্র প্রামাণিক লিখেছেন, ‘চাল ছাড়া আর কোনও খাদ্যদ্রব্য তারা কখনো কিনেছে বলে মনে পড়ে না।.......... ক্ষেত থেকে বেগুন, পটল খেতে দিত কেউ কেউ খখনোসখনো। সেগুলো ওরা খেত সিদ্ধ কিংবা পোড়া। একবার বিলে ধান কাটতে গিয়ে তাদের সপটু হাতে ধরে ফেলল কিছু ল্যাটা-শোলজাতীয় মাছ। আমাদের গোয়ালের জাবনা কাটার বঁটিতে তারা সেগুলোর পেট চিরে কেটেকুটে পরিষ্কার করল। বঁটি আর মাছ দুই-ই নিয়ে গেল বাঁওড়ে ধুতে, ভালো করে। যখন জিজ্ঞেস করলাম, ও কাকা, তোমাদের তো কড়াই নেই, মাছ ভাজবা কী করে? তখন একগাল হেসে একজন বলল, খোকার যেমন কতা! আমরা কি মাছ ভেজে খেতে পারি? তেল পাব কমনে? আমি অবাক হয়ে দেখলাম তারা মাচগুলোয় বাঁওড়ের কাদা মাখিয়ে উনুনের মধ্যে আগুনে রেখে দিল।.......... যখন বের করল তখন তারা পুড়ে কাঠ। তেল, নুন, কাঁচালঙ্কা মেখে যদি খাও তবে সে সোয়াদ ভুলতে পারবা না কক্ষনো।’

আর মিড- ডে মিল সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার, প্রাইমারির ৪টাকা ১৩পয়সা আর আপার প্রাইমারির ৬ টাকা ১৮ বয়সার বরাদ্দের পরে সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার ২২ পয়সা বৃদ্ধি করেছেন। কী হবে এঁদের সুষম আহার এবং নিয়মিত শরীরচর্চার উপায়ের? এই সময়ে সরকারি বিবৃতিতে আর প্রচারের কথা শুনলে, মনে পড়ে যায় মেরি অ্যান্টিনেটের জনপ্রচলিত উক্তিটি, রুটি শেষ তো কী হয়েছে, কেক খেতে বল কিংবা চিনের জিন রাজবংশের রাজা হুইয়ের দানাপানিহীন জনগণের প্রতি মাংসের কিমা খাওয়ার দাওয়াই দেওয়ার কাহিনীটিও।

মনে রাখতে হবে, এইডস, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি কিংবা যক্ষা নয়-ক্ষুধা এবং অপুষ্টিই হল বিশ্বের সর্বাধিক মৃত্যুপ্রবণতার ঝুঁকি। এই বিশ্বের ৪৫ শতাংশ শিশু অপুষ্টির কারণে মরাা যায়। প্রতি তিন সেকেন্ডে একটি শিশু ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে, স্রেফ না খেতে পেয়ে। আমলাশোল, কালাহান্ডি, কিরকিয়া ইত্যাদি প্রত্যন্ত গ্রামগুলির কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ১৯৫৯ সালে ৩১ আগস্টের ইতিহাসও যেন আমরাভুলে না যাই। মনে রাখি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ফ্যান’ কবিতার আর্তি। অন্যদিকে অতীতের আরেকশিক্ষাও মনে রাখতে হবে আমাদের যে, ‘এক সময় ইংরেজ সরকার ছিয়াত্তরও পঞ্চাশের মন্তরকে অনাহারে মৃত্যু বলে মানতে চায়নি। বলেছিল, ম্যালেরিয়া বা অন্য রোগের কারণে হয়েছিল সেইসব মৃত্যু। সেদিন বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, অপুষ্টিতে ভোগার ফলেই প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে মানুষ দলে দলে মারা যায়। তাই মৃত্যুর প্রধান কারণ পুষ্টির অভাব অর্থাৎ খাদ্যের অভাব’। আজকের করোনাকালে যেন জনমৃত্যুর আড়ালে এইরকম কোনও সম্ভাবনা দানা বেঁধে না ওঠে সেটা দেখাই হোক আত্মনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক দেশ, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি—চলছে, চলবে

শোভনলাল চক্রবর্তী

ফেসবুকে আমার এক ‘বোদ্ধা’ বন্ধু দেখলাম লিখেছেন, মুঘলরা তো বিদেশি, ওদের ইতিহাস আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়বে কেন? সব রাজ্যের উচিত স্কুল সিলেবাস থেকে ওদের ইতিহাস বাদ দেওয়া। যে সব রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই বাদ দিয়েছেন তাদের সাধুবাদ। এই লেখাটিতে আমার বন্ধু যে বিপুল সংখ্যক ‘লাইক’ পেয়েছেন তা থেকে বোঝা যায়, এসবকে আর প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। নিছক অজ্ঞতা এই সব লেখার কারণ নয়। এর পেছনে রয়েছে একটি সংগঠিত শক্তি, যাঁরা প্রচার করে ভারত হিন্দুদের ও হিন্দু ধর্মের। হিন্দু ধর্ম একটি নিরেট ধর্ম যা একটি সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্যযুগের ইতিহাস মানেই হিন্দু মুসলমান সংঘাতের দীর্ঘ কাহিনী। ইসলাম বিদেশি ধর্ম এবং ভারতের মাটিতে ইসলামের প্রচারের মূলে রয়েথে ক্ষমতার আস্ফালন ও রাষ্ট্রশক্তির দাপট। এমতাবস্থায় ঐক্য বা মিলনের অর্থ হিন্দুত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়া। এমন একটা মত অবশ্য আছে যা বলে থাকে, ইসলামের আগে যে সমস্ত জাতি গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছিল তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও পরিচিত হারিয়ে ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে মিশে গিয়েছিল, কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তা হয়নি কারণ ইসলাম ছিল উন্নত ও সংগঠিত এক সংস্কৃতি, যাকে গিলে ফেলা হিন্দু ধর্মের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের কিছু মৌলিক প্রভেদের কারণেই উভয়ের মধ্যে উপর উপর কিছু আদান প্রদান ঘটলেও উভয়ের হৃদয়ের ঐক্য সম্ভব হয়নি। এই ধরনের ভাবনার মধ্যে একটা গুরুতর গলদ রয়েছে। মিলন ও ঐক্য মানে কিন্তু আত্মপরিচিতি হারিয়ে অন্যের সঙ্গে মিশে যাওয়া নয়। বিবিধ ধারা, জীবনচর্যা ও ঐতিহ্য নিয়েই ভারতীয় সভ্যতার গতিময় অস্তিত্ব। হিন্দু সমাজ নিজেই এক একীভূত ছিল না। তা অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়কে এখ করে মেলাবে কী করে? তাছাড়া আজকের মতো হিন্দু সম্প্রদায় চেতনার অস্তিত্ব সেদিন ছিল না। হিন্দু শব্দটিও ছিল সাধারণ মানুষের কাছে অচেনা, চোদ্দ শতকের আগে কোনও দেশজ মানুষের হিন্দু বলে দাবি করার তথ্য প্রমাণ নেই। তাছাড়া, ধর্মই জীবনযাপনের সব নয়, ধর্মীয় বিশ্বাস বা রীতিপালনের বাইরেও একটা বড় পরিসর আছে যেখানে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ মিলতে পারে। ‘ভারতের হিন্দু মুসলমান যুক্ত সাধনা’ গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্ত সাধনার কথা বলেছেন, অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্যেও এই যুক্ত সাধনা বা যুক্ত চর্চার বিষয়টি কিবাবে এসেছে তা তিনি

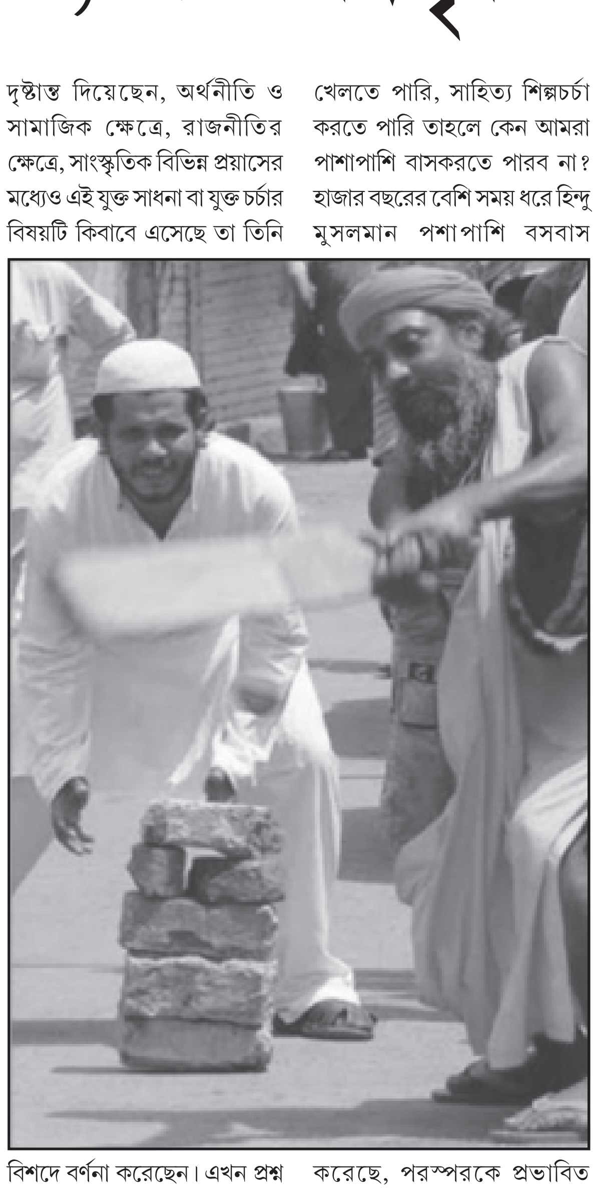

বিশদে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, আমরা যদি একসঙ্গে গান বাজনা করতে পারি, খেলার মাঠে খেলতে পারি, সাহিত্য শিল্পচর্চা করতে পারি তাহলে কেন আমরা পাশাপাশি বাসকরতে পারব না? হাজার বছরের বেশি সময় ধরে হিন্দু মুসলমান পশাপাশি বসবাস করেছে, পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, মিলমিশের অভাব, বিরোধ ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু আধুনিক নেশন নির্মাণ প্রয়াসের আগে কেউ এই দেশটাকে শুধু হিন্দু দেশ বলে দাবি করেননি। হিন্দুত্ববাদ একটি আধুনিক ধারণা, জাতীয়তাবাদ ও গণ রাজনীতির এক বিকৃত মিশ্রণ থেকে এর উৎপত্তি। আমরা এখন ‘এক দেশ, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি’র ধুয়ো তুলে ইসলামকে বহিরাগত বা অভারতীয় বলে দেগে দিচ্ছি, আবার হিন্দু ধর্মের বিকৃত ঘটিয়ে হিন্দুত্বের নির্মাণ করছি। এ ইতিহাসের বিকৃত ছাড়া আর কিছু নয়। বহু ঐতিহাসিক বলেছেন যে ইসলাম কোন বিদেশি ধর্ম নয়। এ দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরই তা অঙ্গ। ভারতের ইসলাম তুরস্কের ইসলামের মতোই প্রাচীন। আমেরিকার খ্রিস্ট ধর্ম বা ইউরোপের প্রটেস্টান্ট ধর্মের থেকে তা পুরনো। চিন, জাপান বা থাইল্যান্ডের মতো দেশে বৌদ্ধধর্ম যদি বিদেশি বলে বিবেচিত না হয়, তাহলে ভারতেই বা ইসলাম বিদেশি হবে কেন? ইসলামকে বিদেশি বলার কারণ হিসাবে পথ চলতি মানুষ বোঝেন মামুদ এবং মহম্মদ ঘোরির ভারত আক্রমণ ও মন্দির লুঠ। সেকালে মন্দির লুঠ করাটা ছিল ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি অঙ্গ। অনেকটা আজেকের দিনের পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং দখলের মতো। এলাকা দখলের প্রতীক ছিল মন্দির লুঠ। সেই কারণে মন্দির লুঠ হত যুদ্ধের সময়, শান্তির সময় নয়। তাই হিন্দু শাসকরাও মন্দির ভেঙেছেন। লুঠ করেছেন মন্দিরে গচ্ছিত ধনসম্পদ। ওই ধন সম্পদের দিকে নজর ছিল বড় বড় ডাকাত দলের, তারাও লুঠ করেছে অনেক মন্দির। কাশ্মীরের রাজা হর্ষদেব অজস্র মন্দির লুঠ করেছিলেন এবং এই কাজের জন্য তিনি একটি বিশেষ পদ তৈরি করেন। মুসলমানরা পৌত্তলিকতা বিরোধী হওয়ায় মন্দির ধ্বংস ছিল তাদের কাছে এক পবিত্র কাজ। মোট কথা মধ্যযুগে মুসলিম রাজশক্তির আক্রমণে সমাজে রে রে পড়ে গিয়েছিল এবং হিন্দু জনসাধারণ তাদের ধর্ম হারানোর ভয়ে কোণঠাসা হয়েছিল ব্যাপারটা তেমন নয়। অবশ্যই মধ্যযুগের সুলতানি রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল না, কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা একটি আধুনিক ধারণা। তবে আদানপ্রদানের ধর্ম নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া জারি ছিল। হিন্দু রাজারা মুসলমান মণিকদের উৎসাহ দিতেন কারণ বর্ধিত ব্যবসা থেকে কর মারফত রাষ্ট্রের আয় হত। তুঘলক আমল থেকে কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণির উচ্চপদে হিন্দুদের দেখা মিলতে শুরু করে। লোদী শাসনকালে বেশ কিছু হিন্দু রাজ্য আমির পদমর্যাদায় উন্নীত হন। মুঘল আমলে এই প্রবণতা আরও পরিণত হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি মন্ত্রী প্রনজিৎ সিং রায়। ছবি- নিজস্ব।

রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে শংকিত বিএনপি'র উদভ্রান্তের প্রলাপ তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৮।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং একইসাথে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়ায় সেই ঈর্ষা ও শঙ্কা থেকে রিজভী আহমেদসহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ যে বক্তব্যগুলো রাখছেন তা উদভ্রান্তের প্রলাপের মতো।'

তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীতে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট নির্বাহী পরিষদের সভার শুরুতে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে বিএনপি 'শুভঙ্করের ফাঁকি' বলে আখ্যা দিয়েছে -এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন।

তথ্য সচিব কামরুন নাহার, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদ, নির্বাহী কমিটি সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, ঢাকা সংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি গত ১১ বছওে কোনো বাজেটের প্রশংসা করতে পারে নাই। প্রতিবারেই তারা বাজেটকে উচ্চাকাঙ্খী ও বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলেছেন। দেশের আরো কিছু প্রতিষ্ঠানও বিএনপির সাথে একই সুরে কথা বলেন। কিন্তু তাদের সমস্ত শঙ্কা, বিশেষজ্ঞতা ও বিরূপ মতামত ভুল প্রমাণ করে বাংলাদেশে গত ১১ বছর সব বাজেট বাস্তবায়িত হয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নের হার উন্নয়ন বাজেটসহ ৯৩ থেকে ৯৭ শতাংশ।' এ বাজেটগুলো বাস্তবায়িত হবার কারণে দেশে মানুষের মাথাপিছু আয় সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, জিডিপির আকার বেড়েছে প্রায় তিনগুণ, বাংলাদেশ স্বল্পন্নোত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, দারিদ্র্য ৪১ থেকে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে -এটিই হচ্ছে বাস্তবতা বলে উল্লেখ করেন ড় হাছান মাহমুদ।

বাজেট পাসের আগেই মোবাইল অপারেটররা অতিরিক্ত টাকা কেটে রাখছে -এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমত বাজেট পাস হওয়ার আগেই মোবাইলে যদি অতিরিক্ত টাকা কাটা শুরু হয়ে থাকে, এটি অন্যায়। মোবাইল কোম্পানিগুলো প্রস্তাবিত বাজেটের কথা ধরে ৩০ জুন বাজেট পাস হওয়ার আগে এটি করা সমীচীন নয়, অন্যায় এবং আইনবহির্ভূত।'

তথ্যমন্ত্রী এসময় সাংবাদিকদের করোনাভাইরাসের সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'ইতোমধ্যে দেশে প্রায় তিনশত সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বেশ ক'জন সাংবাদিক বন্ধু করোনাভাইরাসে ও আরো ক'জন এ রোগের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এসমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও দুঃখজনকভাবে অনেক মিডিয়া হাউজ সঠিক সময়ে বেতন ভাতা দেননি। অনেক হাউজে অনেক সাংবাদিক চাকুরিচ্যুতির শিকার হয়েছেন।' ড় হাছান বলেন, 'এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই প্রেক্ষাপটে দুস্থ, অসহায় হয়ে পড়া সাংবাদিকদেরকে যাতে আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়।' তিনি বলেন, সেই লক্ষ্যে আমরা পূর্বের সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সভায় যারা চাকুরিচ্যুত, দীর্ঘদিন ধরে বেতন পাচ্ছেন না এ ধরণের যারা অসহায় অবস্থায় নিপতিত সাংবাদিকদের এককালীন ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।" তথ্যমন্ত্রী আরো জানান, 'আজকে সেই অনুদানের প্রথম পর্যায়ে যারা সহায়তা পাবেন তাদের তালিকাটি চূড়ান্ত করবো। এই তালিকাটি সাংবাদিক নেতৃবৃন্দই চূড়ান্ত করেছেন এবং ট্রাস্টের নীতিমালা অনুযায়ী সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে যেগুলো এসেছে অর্থাৎ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বা অন্য কোন সংগঠনের মাধ্যমে পাওয়া তালিকাও যে তারা বিবেচনায় নেননি তা নয়। সেই তালিকা আজকের সভায় উপস্থাপনের পর সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করা হবে জানিয়ে ড় হাছান বলেন,'প্রথম পর্যায়ে দলমত নির্বিশেষে দেড় হাজার সাংবাদিকের তালিকা আমরা চূড়ান্ত করবো। পরবর্তী পর্যায়ে আরো সাংবাদিক এ সহায়তা পাবে। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে তারা চেক গ্রহণ করবেন।'

এরশাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতীয় পার্টির কর্মসূচি ঘোষণা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৮।।আগামী ১৪ জুলাই জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটি উপলক্ষে জাতীয় পার্টি করোনা সংক্রমণজনিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মৃত্যুবার্ষিকী পালনের জন্য পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের পার্টির মহাসচিব মো. মসিউর রহমান রাঙ্গাঁকে আহ্বায়ক এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য ও অতিরিক্ত মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারীকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। তারা এই কমিটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য অন্তর্ভূক্ত করবেন।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- সারাদেশে জাতীয় পার্টির সকল কার্যালয়ে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা; সকল দলীয় কার্যালয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত; বিকেলে প্রত্যেক কার্যালয়ে এরশাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভা; কেন্দ্রীয়ভাবে পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদেরের নেতৃত্বে পার্টির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ সকাল ১০টায় রংপুরে এরশাদের কবর জিয়ারত করবেন। সেখানে এরশাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে আসবেন। বিকেলে পার্টির কাকরাইলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এরশাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদেরসহ পার্টির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া এরশাদের অনেক দিনের স্মৃতি বিজড়িত বনানীর পার্টির চেয়ারম্যানের

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত ১ লাখ ছাড়িয়েছে, কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৮।।বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে। তবে গত ২৪ ঘন্টায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে এবং বেড়েছে সুস্থতার হার। গত ২৪ ঘন্টায় ১৬ হাজার ২৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৮০৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ২০৫ জন কম শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ৪ হাজার ৮ জন। বর্তমানে দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত ১ লাখ ২ হাজার ২৯২ জন রোগী রয়েছেন। নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৮৭ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার দশমিক ৫২ শতাংশ বেশি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ৩৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ৫ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৪৩ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই পর্যন্ত এ ভাইরাসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৩৪৩ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ দশমিক ০২ শতাংশ কম।

এদিকে, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯৭৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪০ হাজার ১৬৪ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৯ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৩৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ৪৯ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৭ হাজার ৩৪৯টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৮ হাজার ৯২২টি। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৫৭৩টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬১টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৬ হাজার ২৫৯টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৭ হাজার ৫২৭টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১ হাজার ২৬৮টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৫ লাখ ৬৭ হাজার ৫০৩টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারী ৩৮ জনের মধ্যে পুরুষ ৩১ জন এবং নারী ৭ জন। বয়স বিবেচনায় ১০ বছরের মধ্যে ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১৪ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ২ জন রয়েছেন। এলাকা বিবেচনায়, ঢাকা বিভাগে ১৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন এবং বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে ১ জন করে রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৪ জন এবং বাড়িতে মারা গেছেন ১৪ জন।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে যুক্ত হয়েছেন ৬৭৪ জন, আর ছাড় পেয়েছেন ৪শ' জন। এ পর্যন্ত মোট আইসোলেশনে গেছেন ১৭ হাজার ৮৭১ জন এবং ছাড় পেয়েছেন ৬ হাজার ৮৪৫ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১১ হাজার ২৬ জন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারিন্টিনে নেয়া হয়েছে ২ হাজার ৮২১ জনকে। এ পর্যন্ত কোয়ারিন্টিনে নেয়া হয়েছে ৩ লাখ ৩২ হাজার ৬৪১ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারিন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৬০৫ জন। এ পর্যন্ত কোয়ারিন্টিন থেকে মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩৫ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারিন্টিনে রয়েছেন ৬৫ হাজার ৭০৬ জন। দেশের ৬৪ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারিন্টিনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৮শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৪ হাজার ২৮৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৮০৫টি। বর্তমানে ১ লাখ ৮৯ হাজার ৪৮০টি পিপিই মজুদ রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ২ লাখ ২ হাজার ৭২৫টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১৮ লাখ ৬২ হাজার ৫৯৪টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৭০ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৮ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৫৮১ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ২১ হাজার ৪৭৭ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৭ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৩৬১ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৩ হাজার ৩৪ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ২ হাজার ৮৯ জন এবং এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৪৯৮ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৭ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৭৫৯ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮০ লাখ ৬১ হাজার ৫৫০ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৫ হাজার ৪৯৪ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৪০ হাজার ২৯০ জন বলে তিনি জানান। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

বুলেটিন উপস্থাপনের শুরুতেই কথা বলেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। তিনি জানান, তিনি নিজে করোনা সংক্রমিত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন দীর্ঘদিন। সুস্থ হয়ে আজ ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়েছেন। দেশের করোনা পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। সেই অনুযায়ী সরকারের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি তুলে ধরেন।

শিবসাগর জেলায় গ্রামপ্রধানদের মধ্যে স্মার্টফোন বিলি মন্ত্রী যোগেন মহনের

শিবসাগর (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : উজান অসমের শিবসাগর জেলায় গ্রামপ্রধানদের মধ্যে স্মার্টফোন বিতরণ করলেন অসম সরকারের রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মহন। গ্রামপ্রধানদের মধ্যে স্মার্টফোন বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তপন কুমার গগৈ।

শিবসাগর জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী যোগেন মহন বলেন, সরকারের তৃণমূল পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন গ্রাম প্রধানরা। সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবে পরিণত করতে গ্রাম প্রধানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল গ্রাম প্রধানদের সাম্মানিক বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন।

সে কথা উল্লেখ করে গ্রাম প্রধানদের সরকারি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংসদ তপন কুমার গগৈ বলেন, অসম সরকার তৃণমূল স্তরের কর্মীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে শিবসাগর জেলাশাসক লক্ষ্মীনন্দন গগৈ গ্রাম প্রধানদের কৃতজ্ঞতা জানান। স্মার্টফোন ব্যবহার করে গ্রামপ্রধানরা আগের তুলনায় আরও বেশি স্মার্ট হবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

উল্লেখ্য, জেলার মোট ২৬৫ জন সুবিধাভোগী রাজ্য সরকার প্রদত্ত স্মার্টফোনের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে জেলা উন্নয়ন কমিশনার নবাব আল আজহার আলি, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিপুল শইকিয়া, শিবসাগর আমগুড়ি এবং ডিমৌ রাজস্ব চক্রের আধিকারিক সমেত শিবসাগর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-চিন সীমান্তে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দুদিনের সব কার্যসূচি স্থগিত বিজেপির

গুয়াহাটি, ১৮ জুন (হি.স.) : ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা পূর্ব লাদাখের গালোয়ান উপত্যকায় চৈনিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ ভারতীয় বীর সেনানীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে বিজেপি দুদিনের সমস্ত কার্যসূচি স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি করেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বৃহস্পতিবার বিজেপির 'অসম জন সম্বোধন' শীর্ষক ভার্চুয়েল

ছয়ের পাতায়

শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৮।।বাংলাদেশ যুদ্ধ নয় শান্তি চায়, উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমা এবং সম্পদ রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের এই বিশাল সমুদ্রসীমা এবং সম্পদ রক্ষার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং সেজন্য ইতোমধ্যেই অনেক আধুনিক সরঞ্জাম এবং জাহাজ আমরা ক্রয় করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন সংযোজিত যুদ্ধ জাহাজ 'বানৌজা সংগ্রাম'-এর কমিশনিং প্রদানকালে প্রদত্ত ভাষণে একথা বলেন। চট্টগ্রামের নৌঘাঁটি বিএনএস ঈসা খানে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধুর করে যাওয়া দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইনা। আমরা শান্তি চাই।'

'আমরা শান্তি চাই, এটা যেমন সত্য আবার কেউ যদি আমাদের ওপর হামলা করে তাহলে সেটা যেন আমরা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারি সেজন্য যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলতে চাই।' তিনি বলেন, 'সেজন্যই আমরা চাচ্ছি আমাদের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যেন আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন হয়।' তাঁর সরকারের উদ্যোগে দেশে আন্তর্জাতিক মানের যুদ্ধ জাহাজ তৈরীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা নিজেরাও এখন দেশে স্বল্প পরিসরে নৌবাহিনীর জাহাজ বানানো শুরু করেছি, মেরামত করছি এবং বন্ধু প্রতীম দেশের সঙ্গে মিলে যেখানে যা প্রয়োজন তা করে যাচ্ছি।' 'তবে, ভবিষ্যতে এ ধরনের জাহাজ যেন আমরা নিজেরাই তৈরী এবং রপ্তানি করতে পারি সেজন্য আমাদের জানতে হবে, শিখতে হবে এবং এই চিন্তাটাকেও মাথায় রাখতে হবে,' বলেন তিনি। তিনিই সর্বপ্রথম খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর দায়িত্বে দিয়ে দেন এবং পাশাপাশি চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জের দুটি ড্রাইডককেও নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন।

তিনি কমিশনিং করা এই যুদ্ধ জাহাজ 'বানৌজা সংগ্রাম'-এর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদানে লেবাননে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, করো সঙ্গে বৈরিতা নয়-' সেই নীতি নিয়েই আমরা চলবো। কাজেই যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা দরকার সেখানে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সবসময় অব্যাহত থাকবে। এই সহযোগিতা আমরা করে যাব।' সরকার প্রধান বলেন, 'জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত দেশ হিসেবে এটাকে আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। তবে, অহেতুক ঝুঁকি না নিয়ে সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।'

শেখ হাসিনা এ সময় কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেই দায়িত্ব পালনেরও পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'আমি নৌবাহিনীর সকল সদস্যকে বলবো আপনার নিজেদের সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেই স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করবেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই করেনাভাইরাসের সময় নিজেকে এবং পরিবারকে সকলে সুরক্ষিত রাখবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই সময় নৌ বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য তিনি সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও দোয়া কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ক্রমে বানৌজা সংগ্রামের কমিশনিং ফরমান জাহাজটির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আরিফুর রহমানের কাছে হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে জাহাজটি নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারিও প্রদর্শিত হয়। গণচীনে তৈরী বানৌজা সংগ্রাম ৯০ মিটার দীর্ঘ এবং ১১ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট। শত্রু বিমান, জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম জাহাজটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক থ্রিডি রাডার, ফায়ার কন্টোল সিস্টেম, রাডার জ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত। জাহাজটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য ডেক ল্যান্ডিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি রয়েছে।

সূত্র জানায়, গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এ জাহাজর মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানো, চোরাচালান ও জলদস্যুতা রোধ, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মকা-পরিচালনাসহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত শান্তিরক্ষা মিশনে লেবাননের ভূমধ্যসাগরে মোতায়েনের জন্য আজকের কমিশনিং শেষে আগামীকাল ৯ জুন বানৌজা সংগ্রাম লেবাননের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।'৯৬ সালে সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সে সময় বিশ্বমন্দা অব্যাহত থাকলেও তাঁর সরকার দায়িত্বে এসেই অত্যাধুনিক ফ্রিগেট 'বানৌজা বঙ্গবন্ধু' ক্রয় করে এবং নৌবাহিনীকে আরো সুসংগঠিত এবং সুসজ্জিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পুণরায় ২০০৮-এর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকে এই ক'বছর তাঁর দল টানা দায়িত্বে থাকায় জাতির পিতার ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করে এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ প্রতিটি বাহিনীকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, 'ইতোমধ্যে আমাদের নৌবাহিনীতে সাবমেরিন এবং এভিয়েশন সিষ্টেম যুক্ত হয়েছে। এখন আমাদের নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক।' জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাশ্ববর্তী দেশ ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রেখে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে মামলা করে বাংলাদেশের জন্য বিশাল সমুদ্রসীমা প্রাপ্তিতে তাঁর সরকারের সাফল্যও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'জাতির পিতা আমাদের সমুদ্রসীমা সমস্যা দূর করার উদ্যোগ নিলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়নি।' তারা বিষয়টিতে 'ওয়াকিবহাল' ছিলেন কি না তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন তিনি।

সরকার প্রধান বলেন, '৯৬ সালে সরকারের আসার পরই তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করে অনেকদূর পর্যন্ত কাজ এগিয়ে রেখে যান এবং ২০০৮ সালে পূনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর সমুদ্রে বাংলাদেশের যে অধিকার তা আদায়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে মিয়ানমার এবং ভারত-এই দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে আমরা আমাদের সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি। কোভিড-১৯ আঘাত হানার পূর্বে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, দারিদ্রের সীমা আমরা চল্লিশ থেকে ২০ ভাগে নামিয়ে এনেছিলাম। প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১৩ ভাগে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এক অদৃশ্য অশুভ শক্তি কোভিড-১৯ এর আক্রমণে সমগ্র বিশ্ব আজ স্থবির হয়ে পড়েছে। যাতায়াত, সামাজিক যোগাযোগসহ সবকিছুতেই একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তিনি বলেন, এই অদৃশ্য শক্তিকে অনেক শক্তিধর দেশ ও মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা চাই এই অবস্থা থেকে মুক্তি, সারাবিশ্ব মুক্তি পাক এবং আমরাও যেন মুক্তি পাই। এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে একদিন বাংলাদেশ এবং বিশ্ব মুক্তি পাবে এবং মানুষ আবারো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে বলেও দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী নৌসেনা এবং 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করতে গিয়ে শাহাদৎবরণকারী শহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে সদ্য কমিশনিং প্রাপ্ত যুদ্ধ জাহাজটির নাম 'সংগ্রাম' যথোপযুক্ত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা সংগ্রাম করে এবং যুদ্ধ করেই স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ইনশাল্লাহ এই জাহাজটি আগামীতে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনবে।'

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ফুসফুসের জন্য উপকারী খাবার

কিছু খাবার রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ফুসফুস সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।কোভিড-১৯'য়ের কারণে ফুসফুস আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ফুসফুসের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ফুসফুস সুস্থ রাখতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। হলুদ: নিয়মিত হলুদ খাওয়া শ্বাসযন্ত্রে বাতাস চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে। এতে আছে কারকিউমিন যা ফুসফুস প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদ কাঁচা বা গুঁড়া করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে রোগ বালাই দূরে থাকে। গ্রিন টি: শ্বাসযন্ত্র সুস্থ রাখতে গ্রিন টি বেশ কার্যকর। এটা উপকারী পলিফেনল সমৃদ্ধ। এছাড়াও এর প্রদাহনাশক উপাদান ফুসসসের প্রদাহ কমায়। শ্বাসযন্ত্রের নানান সমস্যার মধ্যে ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও এম্ফেসিমা অন্যতম। এম্ফেসিমার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা বা 'শর্ট বেথ' দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, দৈনিক দুই কাপ গ্রিন টি খাওয়া এই ধরনের সমস্যার ঝুঁকি কমায়।পুদিনার চা: এর রয়েছে নানা ঔষুধি গুণ। গরম পুদিনার চা মিউকাস, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করে। পুদিনার চা ফুসফুসের সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার কারণে জমে থাকা শ্লেষ্মা, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করতে পারে। আদা: ঠাণ্ডা ও কাশির ঘরোয়া সমাধান। এর প্রদাহরোধী উপাদান শ্বাসযন্ত্র থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে। এতে রয়েছে ভিটামিন ও নানা রকম খনিজ- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিটা-ক্যারটিন ও জিংক। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে আদা ফুসফুসের ক্যান্সারের কোষ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মৌসুমি ঠাণ্ডা ও সংক্রমণ দূর করতে আদার চা বিশেষ উপকারী।রসুন: রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন, যা শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ। এটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে এবং ফুসফুসের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দূর করে। এছাড়াও এটা প্রদাহ কমায় এবং হাঁপানি ও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

সহজেই তৈরি করুন সন্দেশ

সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করলে রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিনের রেসিপিতে সহজেই তৈরি করতে পারেন।সন্দেশ বানাতে লাগবে: এক লিটার দুধের ছানা। চিনি স্বাদ মতো। আস্ত এলাচ ২টি। ঘি ১ টেবিল-চামচ। গুঁড়া দুধ ২ টেবিল-চামচ।ছানা তৈরি: ১ লিটার ফুল ফ্যাট বা পূর্ণ ননী যুক্ত তরল দুধ জ্বাল দিন। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বার বার নেড়ে দিতে হবে যেন উপরে সর বসে না যায়।দুধ ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে ৩-৪ কাপ টক দই দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন।

আবার চুলা ধরিয়ে কম আঁচে চামচ দিয়ে হালকাভাবে নাড়তে হবে। আস্তে আস্তে দুধ ছানা হতে শুরু করবে।দুধ ও ছানার পানি যখন আলাদা হয়ে আসবে তখন ১ গ্লাস ঠাণ্ডা বরফ পানি ঢেলে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।সুতির কাপড়ে ছানাটা নিয়ে আবার পানি দিয়ে আলতো হাতে ধুয়ে নিন। হাতে নিয়ে জোরে চেপে পানি বের করার দরকার নেই। ছানার কাপড়টা মুড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিন, তাতেই ছানার বাকি পানি বের হয়ে যাবে।যখন ছানার পানি পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে তখন ছানা প্লেটে নিয়ে আলতো হাতে মথে নিন। তবে খেয়াল রাখতে হবে খুব জোরে জোরে নয় শুধু ছানার দানাগুলো ভেঙে ছানাটা মিশে গেলেই হবে।সন্দেশ তৈরি: ছানার দলাগুলো আগে হাতে মথে নিন। প্যানে ঘি গরম করে ছানা, এলাচ, গুঁড়া দুধ, চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সবকিছু মিশে আঠালো হয়ে আসলে এলাচ তুলে ফেলে ঘি ব্রাশ করা বাটিতে নিয়ে বিছিয়ে ঠাণ্ডা করুন। সন্দেশের আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

কোভিড-১৯: বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ 'বেশি ঝুঁকিতে'

বিশ্বের প্রায় ১৭০ কোটি বা এক-পঞ্চমাংশ মানুষের অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আছে যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে; ব্রিটিশ এক মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে এসেছে এমন তথ্য।ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ-এ সোমবার প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স্ক মানুষের অঞ্চলে এবং আফ্রিকার মতো এইচআইভি/এইডস-এর উচ্চ প্রবণতার অঞ্চলে করোনাভাইরাস মহামারীর ঝুঁকি বেশি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮০ লাখের বেশি মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা গেছে। মারা গেছে ৪ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি। বিভিন্ন দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৃতদের সিংহভাগই বয়স্ক মানুষ।

১৮৮টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ধারণা পেয়েছেন, বিশ্বে সত্তরোর্ধ জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগের মতো কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন। তারা নতুন করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এলে অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন।অন্যদিকে কাজ করতে সক্ষম এমন বয়সীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ আছে ২৩ শতাংশের। আর ২০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তা ৫ শতাংশ।

ওই নিবন্ধের অন্যতম লেখক লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের অ্যান্ড্রু ক্লার্কের মতে, এই সংখ্যাগুলো লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল করার পথে থাকা দেশগুলোর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে। "দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা মানুষদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিতে অথবা ভবিষ্যতে টিকা দেওয়ার জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগানো যায়।"

মহামারীর প্রথম থেকেই গবেষকরা জানতেন, কোনো রোগ থাকলে বয়স্কদের করোনাভাইরাসের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তবে ড় ক্লার্কের মতে, এখন আরও ভালোভাবে সংখ্যাগুলো নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো থেকে তথ্য নিয়ে গবেষকরা ১১টি ক্যাটাগরিতে দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলোকে ফেলেছেন যেগুলো থাকলে কোভিড-১৯ এ কেউ গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এই তালিকায় আছেন, যারা নিয়মিত ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খান। কেমোথেরাপির মত চিকিৎসা নেওয়া রোগীরাও তালিকায় আছেন।

এ গবেষণায় যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ বা প্রায় ৩৪ কোটি মানুষের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ নেই এমন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকির কথা এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি। দারিদ্র্য ও স্থূলত্বের মতো ঝুঁকির কারণগুলোও বাদ রাখা হয়েছে।

বিশের নিচে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেক: গবেষণা

২০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের তুলনায় শিশু এবং কিশোর বয়সীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক বলে তথ্য এসেছে এক গবেষণা নিবন্ধে।লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের এপিডিমিওলজিস্টদের ওই গবেষণা মঙ্গলবার নেচার মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত হয় বলে সিএনএন জানায়।রোগের ঝুঁকি এবং বয়সের সঙ্গে এর সম্পর্ক বের করতে সংক্রমণ মডেল ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়।গবেষকরা বলছেন, সমীক্ষায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২১ শতাংশের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ক্লিনিকাল লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে দেখেছে তারা। ৭০ বছর বা এর বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৬৯ শতাংশ।চীন, জাপান, ইতালি, সিঙ্গাপুর, কানাডা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মহামারী সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলছেন, সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের কোভিড-১৯ হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম এবং আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা কম গুরুতর হতে পারে।কোভিড-১৯ নিয়ে এখনও অনেক বিষয় বিজ্ঞানীদের অজানা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, কিছু শিশু করোনাভাইরাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক।

সিডিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের সাধারণত মৃদু উপসর্গ থাকে।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশ্বজুড়ে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনেস্কো ধারণা করছে, প্রায় ১৯০টি দেশে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে ১৫০ কোটির বেশি শিক্ষার্থী অর্থাৎ বিশ্বের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঘরে আটকে আছে।এখন বিশ্বজুড়ে লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল হতে শুরু করার সাথে সাথে সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা বোঝার চেষ্টা করছেন কীভাবে এবং কখন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা যায়।নিবন্ধের লেখকরা বলছেন, অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের জন্য সংক্রমণ ছড়ানো নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার; তবে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ রোধের পদক্ষেপগুলোয় এতে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে - বিশেষত যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের থেকে সংক্রমণ কম হয়।সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শিশুদের মধ্যে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকা নিয়ে সরাসরি প্রমাণের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্য হলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বে কম সংক্রমণ হতে পারে।যেসব দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স কম, সেসব দেশে মাথাপিছু কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা কম হতে পারে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ ও এপিডিমিওলজির অধ্যাপক মার্ক উলহাউস বলেন, ''গবেষকরা দেখতে পেরেছেন যে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সংক্রমণের ঝুঁকি কম এবং সংক্রমিত হলে লক্ষণগুলো দেখানোর সম্ভাবনাও কম। তবে তারা সংক্রমন ছড়ানোর ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে কম কিনা তা গবেষকরা নির্ধারণ করতে পারেননি।''সায়েন্স মিডিয়া সেন্টারকে তিনি বলেন, "এর ফলে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ওপর স্কুল বন্ধের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।"

হাজার হাজার কোটি টাকা যেভাবে খরচ করেন তিনি

হলিউড তারকা উইল স্মিথের মোট সম্পদের অর্থমূল্য কত, জানেন? বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। হলিউডে তাঁর চেয়ে সম্পদশালী তারকার অভাব নেই। তবে, খুব কম তারকাই উইল স্মিথের মতো বিলাসী জীবন যাপন করেন। উইল স্মিথের গাড়ির সংগ্রহ শুনলে আপনারও চোখ কপালে উঠবে। তাঁর বাড়িতে আছে আটটি গ্যারেজ। সেখানে থাকে মার্সিডিজ বেঞ্জ, মেব্যাক ফিফটি সেভেন এস, নাইন্টিন সিক্সটি ফাইভ ফোর্ড মাসট্যাং, বেন্টলে আজুর, ক্যাডিলাক এসকালাডেসহ বিশ্বের চমৎকার সব গাড়ি। তাঁর স্ত্রী জাডা পিঙ্কেট রোলস রয়েস চালান। দুই চাকার বাহনেও বেশ আগ্রহী তিনি। দোতলা একটা মোটরহোমও আছে তাঁদের। অর্থাৎ গাড়ির ভেতরেই বাড়ি। সেই বাহনটির দাম ২১০ কোটি টাকার কম নয়। পরিবার নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরতে খুবই ভালোবাসে উইল। সে জন্য ব্যক্তিগত জেটও আছে। তাঁর প্রিয় বেড়ানোর জায়গা ইবিজা, হাওয়াই আর ইউরোপ। ২০১৯ সালেই ইয়টে করে গ্রিস আর ইতালি গেলেন। রাজকীয় সেই ইয়টে ছিল স্পা পুল, জেট স্কি আর কত কী! পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও সেই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন আরও ১৩ জন সাহায্যকর্মী ও স্টাইলিস্ট।স্মিথেরা যেই বাড়িতে থাকেন, খুব কম তারকাই এমন বাড়িতে থাকেন! তাঁর বাড়ির দাম পড়বে ৮৫০ কোটি টাকার কিছু বেশি। ২৫০০ বর্গফুট জায়গাজুড়ে শুধু বাড়িটি। ৯টি শোবার ঘর, হোম থিয়েটার ছাড়াও সেখানে আছে গলফ খেলার মাঠ, বাস্কেটবল, টেনিস আর ভলিবল কোর্ট। পুল তো আছেই, সঙ্গে একটা বিশাল লেকও আছে। তাই বলে ভাববেন না, ৫১ বছর বয়সী উইল স্মিথের এই একটাই বাড়ি। এ ছাড়া মালিবু, পেনসিলভানিয়া ও হাওয়াইয়েও বাড়ি আছে উইলের। ওভারব্রুক এন্টারটেইনমেন্ট বলে স্মিথদের প্রযোজনার প্রতিষ্ঠান আছে, আছে একটা বাস্কেটবল দল।

নারী সৈনিকদের নিরাপত্তা সচেতনতার আন্দোলনে সালমা হায়েক

তাঁর অনেক ভক্ত মনে করেন, এই গ্রহের সবচেয়ে রূপবতী নারীর নাম সালমা হায়েক। গত রোববার নিজ আঙিনায় সবুজ পাতাদের সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেছিলেন মেক্সিকান-আমেরিকান এই তারকা। ইনস্টাগ্রামে ওই ছবিতে তাঁর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে দেখা যায় ভক্তদের। বেশির ভাগের মত, সালমা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। তাঁর মেকআপ লাগে না। কেউবা মন্তব্য করেছেন, তিনি একজন সুন্দর মনের মানুষও বটে।গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে হলিউড মাতিয়েছেন সালমা হায়েক। তাঁর গ্ল্যামার ও অভিনয় কাঁপিয়েছে বিশ্বকে। ৫৩ বছর বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু মলিন হয়নি। বিকিনি পরে সাগরপাড় থেকে ছবি তুলে এখনো ভক্তদের সেটা জানান দেন তিনি।অভিনয় ও সৌন্দর্য ছাপিয়ে সালমা প্রকৃত অর্থেই সুন্দর। ঘরে বসে বেকার সময় পার করছেন না তিনি। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করছেন। নিরুদ্দেশ মার্কিন নারী সৈনিককে ফিরে পাওয়ার ঐক্যে ঘর থেকে যুক্ত হয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন ওই তরুণীকে ফিরিয়ে দেওয়া ও নারী সৈনিকদের নিরাপত্তায় সচেতনতার আন্দোলনে। ওই তরুণীর তথ্য, ছবিসহ প্ল্যাকার্ড হাতে প্রচারণা চালাচ্ছেন সালমা হায়েক।গত ২২ এপ্রিল টেক্সাস থেকে নিরুদ্দেশ হন ২০ বছরের তরুণী ভানেসা গুলেন। তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।সালমার মতো আরও অনেক তারকাই তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য কাজ করছেন। ভানেসার বোন মাইরা গুলেন এ জন্য একজন আইনজীবী খুঁজছেন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রায় সব স্তরের মানুষ ভানেসার জন্য এ ব্যয় করতে একজোট হচ্ছেন।

করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নয়া ফরমান অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশের বণিকসমাজ বন্ধ করে দিয়েছে আমদানি-রফতানি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : করোনা সংকট কাটিয়ে দেশ আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকে এগোতে চাইছে। কিন্তু সুতারকান্দি ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি এবং করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের দড়ি টানাটানির জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে আমদানি-রফতানির প্রক্রিয়া। সুতারকান্দি আন্তর্জাতিক শুল্ক বন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি ব্যবসার ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের জারিকৃত উদ্ভট সিদ্ধান্তে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, সিলেট জেলা আমদানি-রফতানি সংস্থা এবং কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এজেন্সি, এই তিন সংগঠন যৌথভাবে আজ বৃহস্পতিবার থেকে সুতারকান্দি শুল্ক বন্দর দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সবরকমের আমদানি-রফতানির ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

করিমগঞ্জ আমদানি-রফতানি সংস্থাকে পৃথক পৃথক পত্র মারফত তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে বলে সংস্থার সভাপতি অমরেশ রায় জানিয়েছেন। কোভিড-১৯-এর জেরে দেশে টানা লকডাউনের ফলে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। দেশের অর্থনীতির গ্রাফ ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। দেশের এই চরম সংকটকালে করিমগঞ্জের সুতারকান্দি ট্রেড সেন্টারে আমদানি-রফতানি ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার পথে। এর ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ট্রেড সেন্টারে কর্মরত অনেক কর্মচারীর কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে।

অমরেশ জানান, করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফরমান জারি করার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির করিমগঞ্জ শাখার অধিকর্তা অবিনাশ আকাশি। এতে জেলার আমদানি-রফতানির সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরাও বেকায়দায় পড়েছেন।

সুতারকান্দি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকর্তা অবিনাশ আকাশি এক প্রতিক্রিয়ায় জানান, আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে কোনও ধরনের নির্দেশিকা জারি করার আগে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। কোনও আলোচনা না করেই একতরফা নতুন নতুন নির্দেশিকা জারি করে চলেছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন এবং ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির মধ্যে সমন্বয় না থাকায় এক উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মতে, উভয় দেশের মধ্যে আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে সুতারকান্দি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি কোভিড-১৯-এর কোনও নিয়মনীতি মানছে না। কিন্তু ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি জেলা প্রশাসনের সকল অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে, কোভিড-১৯ নিয়ে ভারত সরকারের জারিকৃত প্রতিটি নির্দেশাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলেই আমদানি-রফতানির কাজ চলছে। কিন্তু এর পরও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিদিন নয়া নির্দেশিকা জারির ফলে কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক জারিকৃত এক নয়া নির্দেশিকা নিয়ে সুতারকান্দি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি বেকায়দায় পড়েছে বলে জানান দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকর্তা অবিনাশ।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারিকৃত নতুন ফরমানে বলা হয়েছে, এখন থেকে উভয় দেশের একটি করে পণ্যবাহী লরি ভারত-বাংলা উভয় দেশের জিরো পয়েন্টে থাকবে। এর পর বাংলাদেশের লরিতে পণ্য বোঝাই করা হবে। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ থেকে আগত পণ্যবাহী লরি থেকে এ দেশের লরিতে পণ্য বোঝাই করা হবে। এই নিয়মের ফলে প্রতিদিন এক দুটি পণ্যবাহী লরির বেশি আমদানি-রফতানি করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে আমদানি-রফতানি ব্যবসায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

জেলা আমদানি-রফতানি সংস্থার সভাপতি অমরেশ রায় বলেন, জেলা প্রশাসন কর্তৃক জারিকৃত নতুন নির্দেশিকার ফলে ভারত সরকারের প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব মার খাওয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের এক তরফা সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের আমদানি-রফতানি ব্যবসায়ীদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট জেলা আমদানি-রফতানি সংস্থা সুতারকান্দি শুল্ক বন্দর দিয়ে ব্যবসায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু তাহের এ ব্যাপারে চলতি মাসের ১১ এবং ১৪ তারিখ সিলেটে অবস্থিত ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার আই কৃষ্ণমূর্তির কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন বলেও জানা গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সিলেটে অবস্থিত ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের কাছ থেকে কোনও সদর্থক জবাব না পেয়ে আজ থেকে সুতারকান্দি আন্তর্জাতিক শুল্ক কেন্দ্র দিয়ে সব ধরনের আমদানি-রফতানি ব্যবসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের উল্লিখিত তিনটি বণিক সংস্থা।

করিমগঞ্জ জেলা আমদানি-রফতানি সংস্থার সভাপতি অমরেশ বলেন, জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতার দরুন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির জন্য বরাদ্দ ১৮ বিঘা জমি আজ পর্যন্ত সমঝে দেওয়া হয়নি। ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি করিমগঞ্জের সুতারকান্দি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর উন্নতিকরণের জন্য ২০০ কোটি মঞ্জুর করেছিল।

কিন্তু জেলা প্রশাসনের চরম উদাসীনতা ও অসহযোগিতার দরুন ২০০ কোটি টাকা ফিরে যাওয়ার পথে। আগামী ২০ দিনের মধ্যে যদি জেলা প্রশাসন ১৮ বিঘা জমি সুতারকান্দি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটিকে সমঝে না দেয়, তা হলে মঞ্জুরকৃত ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প ফিরে যাবে বলে জানান জেলা আমদানি-রফতানি সংস্থার সভাপতি।

এদিকে দুই দেশের আমদানি-রফতানি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা জিরো পয়েন্টে এসে পণ্য সামগ্রী লোডিং-আনলোডিঙে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যার ফলে সুতারকান্দি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

বৃহস্পতিবার বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর উদ্যোগে আয়োজিত সভা। ছবি- নিজস্ব।

গুয়াহাটিতে কোভিড-১৯ সংক্রমণের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, কনটেনমেন্ট জোন বেড়ে হয়েছে ৮১

গুয়াহাটি, ১৮ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটিতে হু হু করে বাড়ছে অতিমারি কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। কোভিড সংক্রমণ ঠেকাতে বাড়ছে কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যাও। নতুন করে আরও ২০টি কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা যোগ হয়েছে গুয়াহাটিতে। সব মিলিয়ে বর্তমানে মহানগরে কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮১-তে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সামাজিক সংক্রমণের ঘোষণা করা না হলেও মহানগরে সামাজিক সংক্রমণ শুরু হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মহানগরে এখনও একাংশ শ্রেণির লোকের মধ্যে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা যে কতটা হতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি। এই আক্ষেপ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়ে রেখেছেন, সংখ্যা বাড়লে রাজ্যে নয়তো গুয়াহাটিতে ফের লকডাউন ঘোষণা হতে পারে। করোনা সংক্রমণ যাতে সামাজিকভাবে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা খুব দরকার।

কামরূপ (মেট্রো)-এর জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু মহানগরের যে সব জায়গায় কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে সেই সব অঞ্চলগুলি সিল করে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে মহানগরের যে সব এলাকা কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে ১. বার্থৌনগর, গীতামন্দির, ২. কৃষ্ণনগর, গোশালা, ৩. সেন্ট্রাল জেল চত্বর, লখরা (কিছুটা শিথিল করা হয়েছে), ৪. ইন্দ্রপুর পাহাড় এলাকা (মেডিক্যাল কলেজের কাছে), ৫. লিচুবাগান, হেঙেরাবাড়ি, ৬. অরিহান্ত অ্যাপার্টমেন্ট পানবাজার, ৭. শ্যামকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, লক্ষ্মীনগর, আরজি বরুয়া রোড, ৮. হাজোংবড়ি ভিলেজ, চন্দ্রপুর, ৯. ভাস্করনগর বি ব্লক, ফাটাশিল, ১০. সরাবভাটি, গুয়াহাটি, ১১. আটগাঁও, গুয়াহাটি, ১২. হিরাপাড়া গ্রাম আজারা, ১৩. খ্রিস্টানবস্তি, গুয়াহাটি, ১৪. বিষ্ণুপুর, ভরলুমুখ, ১৫. শান্তিপুর, ১৬. সাতগাঁও. ১৭. শংকরনগর, লালগণেশ, ১৮. ধীরেনপাড়া, গুয়াহাটি, ১৯. আটগাঁও-২, এসজে রোড, ২০. ল্যাম্ব রোড, গুয়াহাটি, ২১. কুশলনগর, বামুনিমৈদাম, ২২. বিরুবাড়ি, গুয়াহাটি, ২৩. আটগাঁও পুখুরিপাড়, গুয়াহাটি, ২৪. বর্ষাপাড়া, গুয়াহাটি, ২৫. রূপনগর, গুয়াহাটি, ২৬. নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে এইচএস স্কুল, মালিগাঁও গুয়াহাটি, ২৭. ফাটাশিল চারালি, ২৮. শিলপুখুরি, গুয়াহাটি, ২৯. হাউজিং কলোনি, ঘোড়ামারা, গুয়াহাটি, ৩০. নেতাজি বিদ্যাপীঠ এইচএস স্কুল, মালিগাঁও ক্যাম্পাস, ৩১. প্রাগজ্যোতিষ হাউজিং কলোনির ব্লক-এম, ঘোড়ামারা, ৩২. সাতগাঁও আর্মি ক্যাম্প, ৩৩. সিআইএসএফ ক্যাম্প, সেক্টর হিল, নুনমাটি রিফাইনারি, ৩৪. মঙ্গলদ্বীপ রেসিডেন্সি, লালগণেশ, ৩৫. জিএস কলোনি, ফাটাশিল, ৩৬. টোকৌবাড়ি, গুয়াহাটি, ৩৭. কেসি সেন রোড, পল্টনবাজার, গুয়াহাটি, ৩৮. শংকরপুর, বিরুবাড়ি তিনালি, ৩৯. উজানবাজার রেলওয়ে কলোনি, ৪০. সরুমটোরিয়া, ৪১, গেম ভিলেজ, ৪২. গারোবস্তি, ৪৩. আহোমগাঁও, ৪৪. সরুমটোরিয়ার এসবিআই গেস্ট হাউস ৪৫. জু তিনালি, ৪৬. নবজ্যোতি নগর ৪৭. হেঙেরাবাড়ি, ৪৮. বিপি চালিহানগর, ৪৯. সাগর অ্যাপার্টমেন্ট, ৫০. জয়মতিনগর, ৫১. লকো কলোনি, পাণ্ডু, ৫২. নারায়ণনগর, ভরলুমুখ, ৫৩. বড়িপাড়া, মালিগাঁও, ৫৪. ছলাপাড়া, পল্টনবাজার, ৫৫. উলুবাড়ি, ৫৬. শ্রীমন্তপুর, ভাঙাগড়, ৫৭. উদয়পুর, বিরুবাড়ি, ৫৮. পল্টনবাজার, ৫৯. আকাশিনগর, বামুনিমৈদাম, ৬০. একে আজাদ রোড, ৬১. কেসি সেন রোড, পল্টনবাজার, ৬২. আশ্রম রোড, উলুবাড়ি বাজার, ৬৩. দেবেন শর্মা রোড, বিষ্ণুপুর, ৬৪. গোপীনাথ নগর, বিরুবাড়ি, ৬৫. আটগাঁও-৪, ৬৬. গোপীনাথ নগর বিরুবাড়ি-২, ৬৭. ফেরিঘাট, পাণ্ডু, ৬৮. বিষ্ণুপুর-৩, ৬৯. মালিগাঁও রেস্ট ক্যাম্প, ৭০, বিমলা নগর, বিষ্ণুপুর, ৭১, গজেন কলিতা পথ, কুমারপাড়া, ৭২. আটগাঁও-৩, ৭৩. লতাশিল, ৭৪. শান্তিনগর, ৭৫. ধীরেনপাড়া-৩, ৭৬. কলোনিবাজার, কাহিলিপাড়া, ৭৭. বামুনপাড়া, দামোদর নগর, বেতকুচি, ৭৮. শংকরনগর, ওদালবাক্রা, ৭৯. ইটভাট্টা, ধীরেনপাড়া, ৮০. যোগীপাড়া, আজারা, ৮১. বড়ঝাড়, আজারা।

দেশের অভ্যন্তরে চিনের তল্পিবাহকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান, শহিদ ভারতীয় বীরদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি করিমগঞ্জ বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাদাখে চৈনিকদের হাতে শহিদ ভারতীয় বীর সেনানীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি। এ প্রসঙ্গে তথ্য দিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য ভারতীয় বীর সেনা জওয়ানরা তাঁদের জীবনের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন। এই সংকটকালে সমগ্র দেশ সেনা ও সরকারের পাশে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী চিনাদের চক্রান্ত ও আগ্রাসন রুখতে গিয়ে যে সকল ভারতীয় বীর সেনানী নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি, তাঁদের জন্য ১৩০ কোটি ভারতবাসী গর্বিত। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে লাদাখের গালোয়ান উপত্যকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর (এলএসি) এলাকায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী বীর সেনানীদের এই আত্মত্যাগ দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। সীমান্তে শহিদ বীর সেনানীদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন সুব্রত ভট্টাচার্য।

একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে চিনের তল্পিবাহকদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে সর্বস্তরের জনতার প্রতি আহ্বান জানান সুব্রতবাবু। সেই সঙ্গে চিনা দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বয়কটের ডাক দিয়েছেন করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

উল্লেখ্য গত সপ্তাহদিন থেকে ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা পূর্ব লাদাখের গালোয়ান উপত্যকায় চিনা সেনারা ভারতের উপর আক্রমণ ও আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এতে এখন পর্যন্ত ভারতের ২০ জওয়ান শহিদ হয়েছেন। চিনের এই অনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের সঙ্গে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জেও প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। চিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছে ও প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

এনসিআরে ২৪০০ টাকায় করা যাবে করোনা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.): দিল্লি এবং ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিওন এনসিআরে ক্রমাগত বেড়ে চলা করোনা আক্রান্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে সমীক্ষা বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এনসিআর জেলাগুলির জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপাররা।

করোনা মোকাবিলায় এনসিআর

ছয়ের পাতায়

চিনা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করল রেল

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গোটা দেশ ক্ষোভ ফুটছে। এমন পরিস্থিতিতে একটি চিনা কোম্পানির সঙ্গে ৪৭১ কোটি টাকার চুক্তি বাতিল করল ভারতীয় রেল। রেলের তরফে জানানো হয়েছে যে কাজের গতি শ্লথ হওয়ার কারণেই এই চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।ডেডিকেটেড ফ্রন্ট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ২০১৬ সালের জুনে বেজিংয়ের ন্যাশনাল রেলওয়ে রিসার্চ এন্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট অফ সিগন্যালিং এন্ড কমিউনিকেশন গ্রুপ লিমিটেডের চুক্তি করে। কিন্তু আজ সেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে এল ভারতীয় রেল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ডেডিকেটেড ফ্রন্ট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ভারতীয় রেলের অধীনস্থ একটি রাষ্ট্রায়াত্ত কোম্পানি। বর্তমানে কানপুর- দীন দয়াল উপাধ্যায় রোড মধ্যে ৪১৭

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার এনএসইউআরই উদ্যোগে কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিস্তারবাদ নীতির জন্যই ধ্বংস হবে চিনের, দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গোটা দেশ ক্ষোভে ফুটছে।এমন পরিস্থিতিতে শহীদ সেনা জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়ে চিনের বিরুদ্ধে সরব হল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিস্তারবাদী মানসিকতার জন্যই পতন হবে চিনের বলেই মন্তব্য করা হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মহামন্ত্রী মিলিন্দ পারাণ্ডে এক বিবৃতি জারি করে বলেছেন, চিনকে বুঝতে হবে এটা ১৯৬২ সাল নয়, ২০২০ ভারত।যার সক্ষম নেতৃত্ব, সৈন্য শক্তি এবং ঐক্যবদ্ধতা গোটা বিশ্ব ভাল করেই জানে।করোনার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে কয়েক লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে চিন যে কুট চক্রান্ত করেছে, তা গোটা বিশ্ব বুঝতে পারছে। নিজেদের পাপকে আড়াল করার চেষ্টা করছে চিন। দুনিয়ার নজর তারা অন্যত্র ঘোরাতে চাইছে।কুদৃষ্টি দেওয়া চিনকে যোগ্য জবাব দেবে ভারতীয়রা। আখশাই চিন ভারতের ছিল, আছে ও থাকবে। চিনের কুকীর্তিকে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে ভারত। চিনকে পুরোপুরি পিষে মারতে হবে। তা না হলে তারা শোধরাবে না।

চিনা পণ্য বর্জন এবং মোবাইল অ্যাপ তাগ করতে হবে। এমনটা করলে চিনের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়বে। ভারতের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে চিনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে হবে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতা রাহুল তীব্র কটাক্ষ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.): কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে পাল্টা সরব হল বিজেপি। ভারতের সব থেকে বড় দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতা রাহুল গান্ধী বলে দাবি করেছে কেন্দ্রের শাসক দল। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, "আপনি লেখা পড়া না করলে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য না থাকলে। সেই তথ্য সংগ্রহ করুন। ভারত ও চিনের মধ্যে এখও পর্যন্ত যে সকল বিষয়ে চুক্তি হয়েছে, সে বিষয়ে যদি আপনার কোনও ধারণা না থাকে। তবে আমাকে ক্ষমা করবেন।আপনি দেশের সবথেকে বড় দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতা। এই সকল বিষয়ে তথ্য আপনার আগে থেকে নেওয়া উচিত ছিল।"

বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্দেশ্য করে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, "আপনি কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন।" কেরলের ওয়ানাডের সংসদের এমন ধরনের মন্তব্যের পরে নিন্দায় সরব হন সম্বিত পাত্র। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নিন্দার ধারা অব্যাহত রেখে সম্বিত পাত্র আরও জানিয়েছেন, " প্রধানমন্ত্রী কোন ব্যক্তি বিশেষের বা দলের হয় না। প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তিনি দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন।এমন ধরনের মন্তব্য করে গোটা দেশকে অপমান করেছেন রাহুল গান্ধী। "

উল্লেখ করা যেতে পারে এক ভিডিও বার্তা রাহুল গান্ধী জানিয়েছিলেন, "ভারতের জমি দখল করে নিয়েছে চিন। প্রধানমন্ত্রী আপনি কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন। সামনে আসুন।

চিনা পণ্য বর্জন নিয়ে সন্দিহান অর্থনীতিবিদরা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখে গালওয়ান উপত্যকায় চিনা আগ্রাসনের পরেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার পারদ বেড়ে গিয়েছে।বুধবার রাজধানীর দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিনা পণ্য বর্জন করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়।ভারতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্যের পরই চিনা পণ্য বর্জন করার দাবি সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে উঠেছিল। কিন্তু সোমবার রাতে গলওয়ানে অতর্কিতে চিনা হামলায় ২০ জন ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যুর পর এই দাবি আরও জোরালো আকার ধারণ করেছে। কিন্তু আদৌ কি চিনা পণ্য বর্জন করে চলা সম্ভব।এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করছেন অর্থনীতিবিদরা।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মোবাইল ফোন, খেলনা এমন কি বাড়ির মধ্যে থাকা সুইচ বোর্ড, ওয়ারিং সব কিছুই চিনা পণ্য। এমন কি এই মুহূর্তে যা সব থেকে প্রয়োজনীয় সেই হ্যান্ড সেনিটাইজারে যে অ্যালকোহলের উপাদান। তাও চিন থেকে আসছে। কোনও পণ্য ভারতে তৈরি হলেও তার কাচামালের জন্য চিনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। যে সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ভারতে তৈরি হচ্ছে তার কয়েকটি যন্ত্রাংশও চিন থেকে আসে। ভারতের ওষুধ নির্মাণ সংস্থাগুলো ওষুধ তৈরিতে যে সকল উপাদান লাগে তার জন্য চিনের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। ফলে বর্তমান সময়ে চিনা পণ্য বর্জন করা সম্ভবপর নয়। কারণ তা ভারতীয়দের জীবনযাপনে অঙ্গ হবে দাঁড়িয়েছে।

শুধু গৃহস্থালী নয় দিব্যেন্দু বাবুর কথায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বয়লারও চিন থেকে আসে। ফলে ভারী শিল্পের জন্যও চীনের প্রতি নির্ভরশীল ভারত। চিনা পণ্য বর্জন করলে তারা ভারতের পণ্যের বিরোধ করবে। ফলে ধাক্কা খাবে ভারতের অর্থনীতি ।দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। বিশ্বায়নের এই বিশ্বে একটা পণ্যের প্রডাকশন চেইনের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জড়িত থাকে সেখানে একেবারে চিনকে বর্জন করা সম্ভব

ছয়ের পাতায়

মামলায় অংশ নিতে কলকাতা হাইকোর্টে আসছেন না আইনজীবীরা

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.) : সশরীরে কোনও আইনজীবী কলকাতা হাইকোর্টে শুনানিতে অংশ নিচ্ছেন না। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলবে।

করোনা সংক্রমণের শঙ্কা এড়াতে রাজ্যের শীর্ষ আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের একজিকিউটি কমিটি গত সোমবার এক জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিলেও হাইকোর্ট ভার্চুয়াল (ইন্টারনেট মারফত) শুনানির পাশাপাশি ১৭ জুন থেকে সশরীরে মামলা শুনবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু, অ্যাসোসিয়েশন সশরীরে শুনানীর আপত্তি জানিয়েছে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর হাইকোর্টের যে মামলার তালিকা নতুন করে সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, যদি কোনও মামলায় সব পক্ষ রাজি থাকেন, তবেই একমাত্র আইনজীবীদের উপস্থিতিতে (ফিজিকাল হিয়ারিং) শুনানি হবে। অ্যাসোসিয়েশনের একজিকিউটিভ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, হাইকোর্ট মামলার শুনানি সম্পর্কে যে নির্দেশিকা জারি করেছে, তা সিংহভাগ আইনজীবীর স্বার্থের পরিপন্থী। কমিটি-র বক্তব্য, উদ্বেগজনকভাবে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। সুপ্রিম কোর্টের সাত বিচারপতির বেঞ্চ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতেই মামলার শুনানির পক্ষে রায় দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সশরীরে হাজির হয়ে মামলার শুনানিতে অংশ নেওয়া এবং একইভাবে মামলা দায়ের করার জন্য হাইকোর্ট যে নির্দেশ জারি করেছে, তাতে আইনজীবীদের ওই রোগে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আন্তঃজেলা গণপরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ায় সিংহভাগ আইনজীবীর পক্ষে আদালতে সশরীরে হাজির হওয়া অসম্ভব। তাই উপরোক্ত তিন নির্দেশিকা প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশন আরও জানিয়েছে, ১৭ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত তাঁরা কেবলমাত্র ইন্টারনেট মারফত মামলা দায়ের করবেন এবং শুনানিতে অংশ নেবেন।

করোনা-মোকাবিলার প্রস্তুতির অভাব মেনে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, দাবি এসডিএফের

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.) : পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিজ্ঞানসনমত মূল্যায়ন সরকারের নেই। সেই কারণেই উপযুক্ত প্রস্তুতিও নেই। সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের পক্ষ থেকে ডাক্তার সজল বিশ্বাস এ কথা জানিয়ে বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার বিকালে নবান্নের সভাঘরে মূখ্যমন্ত্রী একটি জরুরি বৈঠকে রাজ্যের চিকিৎসক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের ডেকেছিলেন।"

সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন সজলবাবু। তিনি বলেন, "পরিকাঠামো এবং ডাক্তার সহ লোকবলের প্রস্তুতি সম্পর্কে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়। যে ভাবে কোভিড রোগী বাড়ছে এখনও তার প্রস্তুতি নেই তা কার্যত মেনে নিয়েছেন। টেস্টিং সেন্টার এবং করোনা চিকিৎসাকেন্দ্র আগের চেয়ে বাড়লেও প্রয়োজন যে হারে বাড়ানোর, তা নেই।

এসডিএফ-এর মতে, "মুখে অনেক কিছু দাবি করলেও রাজ্যের ৮৭ু ব্লক ও ৮৮ুপ্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৯৩ু উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আইপিএইচএস অনুযায়ী নিম্নমানের। কাজেই জনস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রয়োগ করার দুর্বল পরিকাঠামো দিয়ে কোনও রকমে মুকরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা চলছিল। কোভিড ধাক্কার ফলে যা মুখ থুবড়ে পড়েছে। এবং নন কোভিড চিকিৎসার প্রটোকল মুখে বললেও বাস্তবে যা করেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য।

"মুখ্যমন্ত্রী শুরুতেই চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের এমবিবিএস ছাত্রদের কোভিড চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লোকবলের ঘাটতি পূরণের সহজ সমাধান হিসেবে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে হাসপাতালে হাউসস্টাফ আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, রেসিডেন্ট ডাক্তার নিয়োগ সহ অব্যবহৃত অন্য ডাক্তারদের নিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এর পাশাপাশি জুনিয়র ডাক্তার বিশেষত ইন্টার্নদের কাঁধে ভর করে যে ভাবে কোভিড ইউনিটগুলো চালানোর চেষ্টা হচ্ছিল তারও বিরোধীতা করা হয়। এর ফলে চক্রমত নির্ধারিত ডিউটি করতে হবে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন।"

"কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজকে কোভিড হাসপাতালে পরিনত করার ফলে একদিকে নন কোভিড চিকিৎসা বন্ধ হয়েগিয়েছে।পাশাপাশি ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তারদের পড়া- প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা সুযোগ নিয়ে নামী আইটি সংস্থায় ছাঁটাইয়ের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীকে

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.) : করোনা অতিমারীর সুযোগ নিয়ে একটি নামী সংস্থায় ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছে 'ফোরাম ফর আইটি এমপ্লইজ-কলকাতা এন্ড বিধাননগর'।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজর্ষি দাঁ মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন, "আপনি অবগত আছেন করোনা সংক্রমণ সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন পেশার মানুষকে কিভাবে সংকট ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। শুধুমাত্র আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত শ্রমিকদের রাত দিন এক করা পরিশ্রমের মাধ্যমেই এই বিশ্ব জোড়া সংকটের মধ্যেও বৃহৎ বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, বিমা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্রে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে; শুধুমাত্র ভ্রমণ ও হোটেল সম্পর্কিত পরিসেবা ছাড়া। আমাদের দেশের সমস্ত রাজ্যের সরকার এবং ভারত সহ সমস্ত দেশ যখন সাধ্য মতো এই অভূতপূর্ব সংকটের মোকাবিলা করছে, ঠিক সেই সময় কগনিজেন্ট (সিটিএস)-এর মতো বৃহৎ বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা তাদের বহুদিনের কর্মী যারা এই মুহূর্তে কোন প্রোজেক্ট না থাকায় বেঞ্চে রয়েছে, তাদের ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।"

সপ্তর্ষিবাবুর অভিযোগ, "জানুয়ারি, ২০২০ তে হওয়া নতুন নিয়ম অনুসারে, কগনিজেন্টের সমস্ত বেঞ্চে থাকা কর্মীদের ৩৫ দিন সময় দিচ্ছে প্রোজেক্ট খুঁজে নেওয়ার জন্য। যদিও এই মুহূর্তে করোনা অতিমারীর কারণে প্রোজেক্টের সংখ্যা কম এবং বেঞ্চে থাকা কর্মীর সংখ্যা তুলনায় বেশি। খোদ কর্মীদের থেকেই জানা গেছে যে ট্যালেন্ট ম্যানেজারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টের হায়ারিং ম্যানেজারদের ওপর কড়া নির্দেশ রয়েছে, বেঞ্চে থাকা কোনও কর্মীকে যেন এখন কোন প্রোজেক্টে না নেওয়া হয় কোনও অত্যাবশ্যক কারণ ছাড়া। ৩৫ দিন পর যখন কোন বেঞ্চে থাকা কর্মী নতুন প্রোজেক্টে ঢুকতে পারছে না (যা খুব ই স্বাভাবিক,যেহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের প্রোজেক্ট দেওয়া বন্ধ আছে) তখন এইচআর বিভাগ থেকে তার কাছে মেল যাচ্ছে সেপারেশন প্যাকেজ নিয়ে আলোচনার জন্য। কোনও কর্মী তা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাকে সুযোগ দেওয়ার ভুয়ো প্রদর্শন করতে আরও ৬ দিন সময় দেওয়া হচ্ছে কোনও প্রোজেক্টে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য। এভাবে তিনবার হয়ে গেলে, যদি বেঞ্চে থাকা কর্মী সেপারেশন প্যাকেজ মেনে নিতে রাজি না হয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য তার বেতন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তাকে বাধ্য করা হচ্ছে নিজে থেকে পদত্যাগ করার জন্য।

সপ্তর্ষিবাবু জানিয়েছেন, "গত এক মাস যাবৎ আমরা বহু কর্মীর থেকে একই প্রকারের অভিযোগ পেয়ে আসছি। কিছু কর্মী এই অনবরত চলতে থাকা নির্মম মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি এই বিষয়ে আপনার হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আপনার কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে প্রয়োজনীয় বিদ্যমান শ্রম আইনের সাহায্যে এই পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান করার ব্যবস্থা করা হোক।

চোরের মদত দাতা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই: রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১৮ জুন(হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন অভিযোগ থাকলে সরাসরি স্থানীয় থানায় জানাতে। এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ব কলমে স্বীকার করে নিচ্ছেন তার দলের অন্তরে রয়েছে চোর। বৃহস্পতিবার হিন্দুস্তান সমাচারকে এমনটাই জানালেন বিজেপির অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা। তার আরও কটাক্ষ, 'এইসব চোরের মদত দাতা উনি (মুখ্যমন্ত্রী) নিজেই'।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমফানের ত্রাণ বা রেশন যেকোন বিষয়ে কোন রকম অভিযোগ থাকলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানান। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত ব্যবস্থা নেবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন আমফানের ক্ষতিপূরণের টাকা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাংক একাউন্টে ঢুকছে। এই প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করে রাহুল সিনহা জানান, ' উনি বলছেন পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে কোন টাকা পাঠানো যাবে না।

ভারত-চিন সংঘর্ষ নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সিমান্ত সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করার আহ্বান এসইউসিআই'র

আগরতলা, ১৮ জুন।। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষ ঘোষ ভারত চিন সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত গভীর উদ্বেগ এবং বেদনাদায়ক বিষয় এই যে যখন ভারত সহ গোটা বিশ্ব প্রাণনাশক কোভিড-১৯ এর ভয়ঙ্কর আক্রমণের সম্মুখীন। যখন ভারত এবং চীন উভয় দেশ পূর্ব লাদাখের সীমান্ত বিরোধ মিমাংসার জন্য আলোচনায় রত তখন আকস্মাৎ ১৫ জুন সোমবার এক ভয়াবহ সংঘর্ষে এখনো পর্যন্ত কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়।

আমরা ভারত এবং চীনের উভয় সরকারের নিকট আবেদন করছি যে, অতিসত্বর একত্রে বসে, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বা অন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে জড়িত না করে, শান্তিপূর্ণভাবে সিমান্ত সমস্যা সমাধানের পথ খুজে বের করার।

অবসাদ এড়ানোর পথ বাতলাতে যাদবপুরে অভিনব কর্মশালা

কলকাতা, ১৮ জুন (হি. স.) : বাড়িতে সমস্যা, সমাজের অস্থিরতা, পারিপার্শকি বিভিন্ন ঘটনার বহুলতার সাথে পেরে উঠেছেনা বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী! তাদের কথা মাথায় রেখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন একটি কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে! মানসিক স্বাস্থ্য ও ভাল থাকা নিয়ে আগামী রবি ও সোম এই দুদিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে!

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট ইউনিয়ানের শুভায়ন মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের নয়নিকা গিরি জানান, বর্তমান "সময়" এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে চলেছে! এক ঝাপসা সময়! নবীন প্রজন্মের কাছে তা বিপুল হতাশার এবং একই সাথে বেদনাদায়ক। নবীনপ্রজন্ম এযাবৎকালের মধ্যে এমন সংকটের সম্মুখীন না হওয়ায়, এই সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলা তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে! কিন্তু সেইসব মানুষ, যারা পূর্ব থেকেই প্রতিনিয়ত নিজের মনের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তাদের পক্ষে এই সময় আরো কতো অসহনীয়?

রাজ্যে নতুন

● প্রথম পাতার পর

করোনা আক্রান্তদের সুস্থ করে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী-র আশীর্বাদে শীগ্রই অতিমারীর পরিস্থিতি আমরা কাটিয়ে উঠব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন রাতে এক টুইট বার্তায় বলেন, ১২৫০ টি নমুনা পরীক্ষায় ১১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে একজন ট্রাক চালক এবং বাকি দশজনের বহিঃরাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে ঊনকোটি জেলার চারজন, সিপাহীজলা জেলার তিনজন, ধলাই জেলায় একজন এবং উত্তর ত্রিপুরার একজন বাসিন্দা রয়েছেন। এদিকে, খোয়াইতে আজ করোনা আক্রান্ত জনৈক মহিলা চারদিন ধরে খোয়াই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি ও তার ছেলে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে, খোয়াই জেলা হাসপাতালের ওই মহিলা যে ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন তা সেনিটাইজ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ব্রাউনসুগার

● প্রথম পাতার পর

গোয়েন্দা পুলিশ কর্মী সত্যেন্দ্র নাথ ও মহেন্দ্র নাথ তাদের কবল থেকে নিজেদের ছাড়িয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু অপর গোয়েন্দা পুলিশ কর্মী জি এম উদ্দিনকে প্রচণ্ড মারধর করে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে জনৈক সুলেমান আলির বাড়িতে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করে নেশাকারবারীরা। তার পেট ও পিঠে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে।

ধারালো অস্ত্রের এলোপাথাড়ি আঘাতে গুরুতরভাবে আহত গোয়েন্দা পুলিশ কর্মী জিএম উদ্দিনের চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। তখন নেশা কারবারিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ততক্ষণে ঘটনার খবর পেয়ে চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ ও মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে গুরুতর ভাবে আহত গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক গোয়েন্দা পুলিশ কর্মী জিএম উদ্দিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। চিকিৎসকের বক্তব্য, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পিঠের চারটি স্থানে ও পেটের নাভির উপরে বেশ গভীর ভাবে ঘায়েল হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফেন্সিং ডার্লং বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ঘটনাস্থল থেকে নেশা কারবারিদের পায়ের জুতো সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় জনগণ নেশা কারবারিদের মধ্যে সিহাব আলি, সুলেমান আলিকে শনাক্ত করেছেন। তবে, বাকি তিন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারেননি। চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি টিআর ০৫ এ ৬৪৮৩ নম্বরের বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট ধারায় চোরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তদের জালে তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে।

এদিন নেশা কারবারিরা পালিয়ে গেলেও ওদের কাছ থেকে দুই প্যাকেটে ২৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা।

এলাকা

● প্রথম পাতার পর

বাইরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঝড়ে তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছেন। তবে, ঘরের চাল ঘূর্ণিঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেছে এবং দেওয়ালে সামান্য ফাটলও দেখা দিয়েছে। সুজিতবাবুর প্রতিবেশীদের বক্তব্য, ওই বাড়িতে থাকা এখন নিরাপদ নয়। অপর এক বাসিন্দা বিমল দাস বলেন, আজ সকালের ঘূর্ণিঝড়ে বাড়ির একটি ঘর ভেঙে চুড়মার হয়ে গেছে।

টমটম চালক অপু সূত্রধর আক্ষেপ করে বলেন, চন্দ্রপুর বাজারে এসে দাঁড়াতেই দেখি জোরে বাতাস বইছে। তাই টমটম বন্ধ করে দাঁড়াতেই মুহূর্তের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে পুরো তছনছ করে দিয়েছে। ঝড়ের প্রকোপে টমটম ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তাতে নিজেও মাথায় ও হাতে আঘাত পেয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। একই কথা বলেন ব্যবসায়ী নন্দন মজুমদারও। তাঁর কথায়, দোকানের চাল ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তাতে সমস্ত জিনিসপত্র বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের খবর পেয়ে সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। সদর মহকুমাশাসক বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির হার নিরুপণ হচ্ছে। তবে, সাময়িক আর্থিক সাহায্য এখনই প্রদান করা হয়েছে। এদিকে, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং বিধায়ক রতন চক্রবর্তী খবর পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের কথায়, সকালে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। দুপুরের মধ্যেই সাময়িক আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, করোনা-র প্রকোপে দেশ এবং রাজ্য গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তবে প্রশাসন ভীষণ সক্রিয় রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সহায়তায় কোনও ত্রুটি হবে না। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যে ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ শুরু হয়ে গেছে। সাময়িক আর্থিক সাহায্যও প্রদান করা হচ্ছে।

মেমোরেন্ডাম

● প্রথম পাতার পর

পদত্যাগ করেছেন, জানান জয়কুমার।

মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র নিঙ্গমবান বুপেন্দ মেইতেই এ-বিষয়ে বলেন, আজ এক ঐতিহাসিক দিন। কংগ্রেস-এর নেতৃত্বে জোট সরকার গঠনে রাজভবনে দাবি পেশ করা হয়েছে। ওখরাম ইবোবি সিঙের নেতৃত্বে সরকার গঠনের লক্ষ্যে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে আস্থা ভোটের আয়োজন করার অনুরোধ রাজ্যপালের কাছে জানানো হয়েছে।

আজ তিনি টুইট করে বলেন, আজ মণিপুর বিধানসভার অধ্যক্ষ ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিঙের অপসারণ চেয়ে কংগ্রেস-এর নেতৃত্বে এনপিপি সহ ১২ জন বিধায়কের স্বাক্ষর সংবলিত নোটিশ বিধানসভা সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে। সংবিধানের ধারা ১৭৯ (সি) মোতাবেক ওই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ওই নোটিশ মণিপুরে কংগ্রেস জোট সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

এদিকে, ড্যামেজ কন্টোলে মণিপুর যাবেন অসমের অর্থ, স্বাস্থ্য, পূর্তমন্ত্রী তথা নেডা-র কনভেনর হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বর্তমানে তিনি অসমে কোভিড মোকাবিলায় সেনাপতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গত দুদিন আগে তিনি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি ছিলেন। তাঁর কিডনিতে পাথর হয়েছে। এই অসুস্থতার মধ্যেই গতকাল থেকে ফের তিনি কোভিড-যোদ্ধাদের নেতৃ দেওয়া শুরু করেছেন। এবার মণিপুরে বিজেপি সরকারের সংকট মোচনে হিমন্তবিশ্বের উপর ভরসা করছেন দলীয় হাইকমান্ড। সূত্রের খবর, তিনি মণিপুর যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে টেলিফোনে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন ড় শর্মা।

রাজস্থানে

● প্রথম পাতার পর

জুন তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। রাজস্থানের ঝুনঝুনু থেকে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সংবাদদাতা বিডিকে হাসপাতালের পিএমও ডা. শুভকরণ কালের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, মান্দাওয়া থানা থেকে ১৪ বছরের নাবালিকার নমুনা পাঠানো হয়েছিল। তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

আজ ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন বলেন, ওই নাবালিকা করোনা আক্রান্ত এবং আড়াই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ফলে, তাকে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা রয়েছে। তাঁর দাবি, কমিশনের একটি টিম আজ ওই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তিনি বলেন, ওই নাবালিকাকে রাজু দেবনাথ নামের এক যুবক রাজস্থান নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পড়াশুনার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে রাজস্থান নিয়ে গিয়েছিল রাজু দেবনাথ নামের যুবকটি। কিন্তু তার বদ উদ্দেশ্য কী ছিল তা নাবালিকা এবং তার পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারেননি, বলেন নীলিমা ঘোষ।

তাঁর দাবি, রাজস্থান শিশু সুরক্ষা কমিশন এবং জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের সাথে আজ ভিডিও কনফারেন্সে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাচারকারী রাজু দেবনাথকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি। তিনি বলেন, ওই নাবালিকাকে সুরক্ষিতভাবে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। তবে এ মুহূর্তে কিছু জটিলতা রয়েছে। কারণ, ওই নাবালিকা এখন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। নীলিমা ঘোষের বক্তব্য, রাজস্থান থেকে ওই নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আইনি এবং প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে তোলার সমস্ত চেষ্টা চলছে। আগামীকাল হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হবে। তখন নাবালিকাটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আদালতকে অবগত করা হবে।

মলয়নগরে আমরা বাঙালী দলের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

আগরতলা, ১৮ জুন।। আগরতলা শহরের অদূরে মলয়নগরে বুধবার ৪৫ জন দুঃস্থ পরিবারের মধ্য নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, আলু, সয়াবিন, সাবান, লবন ইত্যাদি বিতরণ করা হয় আমরা বাঙালী দলের তরফে। অনুষ্ঠানে আমরা বাঙালীর রাজ্য কমিটির সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। দলের দাবি, করোনার দরুন গরীব অংশের মানুষের জীবন সংকটময় পরিস্থিতিতে চলে গিয়েছে।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর

পারবেন, দর্শন করতে পারবেন, কিন্তু কোনও ভোগ দিতে পারবেন না। ফুল, বেলপাতা, প্রণামী দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, বলিও হবে না এবার। তবে, দেশি ডিম-এর বলি দেওয়া হবে। পাশাপাশি, স্নানযাত্রা হবে ঠিকই, কিন্তু জনসমাগম করা যাবে না। তাঁর বক্তব্য, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে খার্চি পূজা অনুষ্ঠিত হবে। এ-ক্ষেত্রে মন্দিরে প্রবেশের মুখে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা এবং স্যানিটাইজার ব্যবহারের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে, খার্চি পূজা ছোট পরিসরে উদযাপিত হলেও আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখা হবে না। তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

বিভাগ

● প্রথম পাতার পর

খরচের জন্য বাজেট বাড়িয়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০১৭.৯০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়াও পুলিশ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। নতুন করে ৫০০ পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, চালক পদে ৩৯৮ জন এসপিও-কে নিয়োগ করা হবে। তাছাড়া, ১১০০ এসপিও-কে অতিরিক্ত ডিউটির জন্য রাখা হবে।

পাহাড় লাইনে

আটের পাতার পর

পণ্যবাহী গাড়ি মুপার ধস বিধ্বস্ত এলাকার নতুন ট্র্যাক দিয়ে পার হয়েছে। তার পর লামডিং থেকে আরেকটি পণ্যবোঝাই ট্রেন ওই জায়গা দিয়ে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায়। আগামী রবিবার পর্যন্ত এই রেলপথ দিয়ে শুধু পণ্যবাহী ট্রেনই চলাচল করবে। আগামী ২২ জুন অর্থাৎ সোমবার থেকে চলবে যাত্রীবাহী ট্রেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানান, ২২ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আগরতলা থেকে আনন্দবিহারের উদ্দেশে রওয়ানা হবে রাজধানী এক্সপ্রেস। তবে স্থানীয় ভাবে এখনও কোনও যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। রেলওয়ে বোর্ড থেকে পুনরায় নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্থানীয় ভাবে কোনও যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করবে না বলেও জানিয়েছেন ভট্টাচার্য।

কোভিড-১৯-এর ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র দেশ জুড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ। তবে ২০০ টি বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে রেল বিভাগ। যার মধ্যে রয়েছে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন।

করল রেল

পাচের পাতার পর

কিলোমিটার বিস্তৃত রেল লাইনে সিগন্যালিং বসানোর কাজ করছে এই সংস্থা। ডেডিকেটেড ফ্রন্ট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে চুক্তি করার প্রায় চার বছর পরে মাত্র ২০ শতাংশ কাজ করেছে এই চিনা সংস্থা। তাই বাতিল করা হল।

করোনা পরীক্ষা

পাচের পাতার পর

অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।পৃথক বা একতরফা উপায়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি দিল্লির মতন এনসিআরে ২৪০০ টাকায় হবে করোনা পরীক্ষা। এতদিন পর্যন্ত করোনা পরীক্ষার খরচ ছিল ৪৫০০ টাকা। এদিনের বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শীঘ্রই হাসপাতালগুলিতে করোনার আরটিপিসিআর টেস্টিং ২৪০০ টাকায় হবে। দিল্লিতে যেরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এনসিআরেও সেরকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এনসিআরে অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে পরীক্ষা শুরু হবে।৩০ মিনিটের মধ্যে জানা যাবে পরীক্ষার ফল।

দিল্লি এবং এনসিআরে এর মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে আলোচনা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে হরিয়ানার গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর, গাজিয়াবাদ, রাজস্থানের আলওয়ার নিয়ে গঠিত এনসিআর।

অর্থনীতিবিদরা

পাচের পাতার পর

নয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অজিতাভ রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, চিনা পণ্য বর্জন করতে গেলে তার বিকল্প কি সেটা ভাবতে হবে। আজ চিনা পণ্য বড় শহর ছাড়িয়ে ভারতের গ্রামগুলিতেও ঢুকে পড়েছে। ফলে বিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশের বড় বড় শিল্প উদ্যোগগুলোর সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করতে হবে।এতে মাঝারি ও ছোট শিল্পকেও যুক্ত করতে হবে। তবে গোটা প্রক্রিয়াটাই দীর্ঘ মেয়াদি। চটজলদি নয়। এই বিষয়ে চিরস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা কার্যকর করার জন্য দেড় বছর সময় লেগে যাবে। পাশাপাশি এটাও ভাবতে হবে কেন ও কি ভাবে চিন ভারতীয় বাজার দখল করল। মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাড়ানোর দিকটিও দেখতে হবে। বর্তমানে চিন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি করে ভারত। চিনা পণ্য বর্জন করতে গেলে আরও একটি বিকল্প পথের কথা বলেন অজিতাভবাবু। তার কথায়, ভারতীয়দের জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে হবে। চিনা পণ্য বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ছাড়া কি করে জীবন বাঁচা যায় সেই কথা ভাবতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, চিনের বুলেট পাওয়ার বনাম ভারতের ওয়ালেট পাওয়ারের প্রচারের সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। মনে করা হচ্ছে চিনের পণ্য বর্জন করলেই বেজিংকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া যাবে। আবার এও সামনে এসেছে যে চিনের এক্সপোর্ট শেয়ারে ভারতের অবদান মাত্র ৩ শতাংশ।অর্থাৎ ১৩০ কোটি ভারতীয় যদি চিনা পণ্য বর্জনও করে তবে বেজিংয়ের কোনও বড় আর্থিক ক্ষতি হবে না। ভারত যে সকল দেশগুলিতে সব থেকে বেশি পণ্য রফতানি করে সেই তালিকায় চিনের স্থান তিন নম্বরে। ভারত থেকে ১৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য চিন আমদানি করে। এমন কি ভারতের মধ্যে থাকা স্টার্টআপগুলিতেও চীন বিনিয়োগ করে বসে আছে। ফলে চিনা পণ্য বর্জন করতে গেলে অনেক প্রস্তুতির দরকার ভারতের।

কর্মসূচি ঘোষণা

তিনের পাতার পর

কার্যালয়ে দিনব্যাপী কুরআন তেলাওয়াত এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় পার্টির কাকরাইলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং চেয়ারম্যানের বনানীর কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করবেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং ওলামা পার্টির সভাপতি ক্বারী মো. হাবিবুল্লাহ বেলালী।

পার্টির সকল অঙ্গসংগঠন জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমন্বয় রেখে একই কর্মসূচি পালন করবে। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নেতাকর্মীকে করোনা সংক্রমণজনিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য পার্টির চেয়ারম্যান আহ্বান জানিয়েছেন।

স্থগিত বিজেপির

তিনের পাতার পর

রেলি হওয়ার কথা ছিল। তা বাতিল হয়েছে। এছাড়া বাতিল করা হয়েছে অসমে চলমান 'জনসম্পর্ক' অভিযানও।

গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। তিনি জানান, সে অনুযায়ী আগামীকাল ১৮ এবং ১৯ জুন দলের সমস্ত কার্যসূচি বাতিল করা হয়েছে। প্রদেশ সভাপতি জানান, আগামী ২০ জুন থেকে ফের দলের জনসম্পর্ক অভিযান শুরু হবে।

উল্লেখ্য, শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে নির্ধারিত ভার্চুয়েল রেলির ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

অঙ্গন

মাঠে ফিরছে লিভারপুলের স্বপ্ন যাত্রা

গত মার্চে, অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচের পর কেটে গেছে ঠিক ১০০ দিন। অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ বিরতিতে অনিশ্চয়তার নানা বাঁক পেরিয়ে আবার মাঠে ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। চিরচেনা পরিবেশে নয় ঠিকই, তবে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য প্রতিযোগিতাটির ফেরাটাই অনেক কিছু।লিগ ফেরানোর জন্য সম্ভবত সবচেয়ে উন্মুখ ছিল লিভারপুল। সব ঠিকঠাক এগোলে মার্চেই হয়তো তিন দশকের অপেক্ষার শেষ হতো দলটির, ঘরে তুলতো লিগ শিরোপা। করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাবে থমকে যায় সবকিছু। স্বপ্ন ছোঁয়ার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ভেস্তে যেতে বসে তাদের এতো দিনের সব চেষ্টা। তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা। অবশেষে আরাধ্য সে স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পাচ্ছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই প্রথমবারের মতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মুকুট পরবে তারা।এক যুগ পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শেফিল্ড ইউনাইটেড। শীর্ষ চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনা জাগিয়েছে দলটি। অবনমনের শঙ্কায় থাকা অ্যাস্টন ভিলার মাঠে তাদের ম্যাচ দিয়েই ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতাটি। বুধবার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। দুই ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা আর্সেনাল।এই ম্যাচের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে লিভারপুল। লিগ স্থগিত হওয়ার আগে টানা তিন ম্যাচে জেতা আর্সেনাল জয়ের

ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে লিভারপুল শিরোপা জেতার কাজটা সারতে পারে ফেরার ম্যাচেই। আগামী রোববার এভারটনের মাঠে খেলবে দলটি। ২৯ ম্যাচে ২৭ জয় ও এক ড্রয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ১৮ লিগ শিরোপার সবশেষটি জেতা লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি।শিরোপা লড়াই অনেক আগেই একপেশে হয়ে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।২০১৫-১৬ মৌসুমে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে লিগ শিরোপা জিতে নেওয়া লেস্টার সিটি ২৯ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে। ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে চার নম্বরে চেলসি। সেরা চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনায় ভালোভাবে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (৪৮), উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স (৪৫) ও শেফিল্ড (৪৩)। নবাগত শেফিল্ড আবার এক ম্যাচ কম খেলেছে।একটু পিছিয়ে পড়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রানার্সআপ টটেনহ্যাম হটস্পার ও আর্সেনাল। যথাক্রমে ৪১ ও ৪০ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম ও নবম স্থানে আছে দল দুটি।অবনমন অঞ্চলে আছে বোর্নমাউথ (২৭), অ্যাস্টন ভিলা(২৫) ও নরউইচ সিটি (২১)। ঝুঁকিতে আছে বোর্নমাউথের সমান পয়েন্ট পাওয়া ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ও ওয়াটফোর্ডও।

গোল্ডেন শু-এর লড়াই

চার বছর আগে লেস্টারের একমাত্র শিরোপা জয়ের আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪ গোল করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা জেমি ভার্ডি এবারও আছেন দারুণ ফর্মে। এখন পর্যন্ত ১৯ গোল করে আছেন গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে, সঙ্গে চারটি অ্যাসিস্টও আছে এই ইংলিশ স্ট্রাইকারের নামের পাশে।১৭ গোল করে দুইয়ে আছেন আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তার চেয়ে একটি করে গোল কম করেছেন লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ ও ম্যানচেস্টার সিটির সের্হিও আগুয়েরো।

নিয়মের ঘেরাটোপে ফুটবল

মে মাসে শুরু হওয়া বুন্ডেসলিগার দেখানো পথে গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে লা লিগা। সবখানে একই চেহারা, সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মের ঘেরাটোপে যেন বন্দি ফুটবল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এর বিকল্পও নেই।প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে এখানেও তেমনি বেঁধে দেওয়া হয়েছে নানা নিয়ম। সবগুলো ম্যাচ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে, বলা হয়েছে আগেই। যোগ হলো আরও অনেক কিছু: ব্রডকাস্টার ও গণমাধ্যম কর্মী, ধারাভাষ্যকার, ডোপিং অফিসিয়াল, দুই দলের কোচ, খেলোয়াড়, ম্যাচ অফিসিয়ালস-সব মিলে সর্বোচ্চ ৩০০ জন থাকতে পারবেন মাঠে।

প্রতিটি ম্যাচের আগে সব খেলোয়াড়দের তাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হবে। দলগুলো আলাদা ভাবে মাঠে প্রবেশ করবে এবং ম্যাচের দুই অর্ধের মাঝে দেওয়া হবে 'ড্রিঙ্কস ব্রেক।' ম্যাচের আগে খেলোয়াড়রা হাত মেলাবে না, টস করার পরেও না। মাঠে কোনো 'বল বয়' থাকবে না। খেলা চলাকালীন বল স্ট্যান্ডে গেলে আলাদা বল ব্যবহার করা হবে। খেলোয়াড়রা নিজেদের আলাদা আলাদা পানির বোতল ব্যবহার করবে এবং অবশ্যই ম্যাচ শুরু ও শেষের পর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে।

হোম ম্যাচের সুবিধা হারানোর শঙ্কা দুরূহ পরিস্থিতিতে স্বাগতিক সমর্থকদের মাঠের বাইরে জটলা এড়াতে কোনো একটি বা দুটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা এসেছিল। সেক্ষেত্রে হোম ম্যাচের সুবিধাবঞ্চিত হতো সবাই। আর মূলত এ কারণেই কয়েকটি দলের জোর দাবির পেছনে আলোচনার টেবিলেই তা শেষ হয়ে যায়। তবে বুন্ডেসলিগা পুনরায় শুরুর পর যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো এখন আফসোস করতে পারে। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচকে বলা হচ্ছে 'ভুতুড়ে ম্যাচ'। যেখানে ঘরের মাঠে খেলার চেয়ে যেন প্রতিপক্ষের মাঠে খেলাই শ্রেয়। বিরতি শেষে পুনরায় শুরুর পর জার্মানির শীর্ষ লিগে এখন পর্যন্ত ৫৬টি ম্যাচের মাত্র ১২টিতে জিতেছে স্বাগতিক দল; শতকরা যা মাত্র ২১ শতাংশ। সেখানে সফরকারী দল জিতেছে ৫০ শতাংশ! বাকি ২৯ শতাংশ ড্র। বিরতির আগের চেহারা ছিল পুরো ভিন্ন; ২২৩ ম্যাচে ৪৩ শতাংশ জিতেছিল স্বাগতিক দল, ৩৫ শতাংশ সফরকারীরা।

বিশ্বকাপ আয়োজন 'অবাস্তব', মানছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

সময় যত গড়াচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই বাস্তবতা মেনে নিচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও। কিছুদিন আগে তারা বলেছিল, বিশ্বকাপ আয়োজন বড় ঝুঁকিতে আছে। এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান বলছেন, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ আয়োজন অবাস্তব।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসর। তবে বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস মহামারীতে এই আসরকে ঘিরে চলছে চরম অনিশ্চয়তা।

সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আইসিসি সভা করছে নিয়মিতই। বিশ্বকাপ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি এখনও। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মাসে আসতে পারে সিদ্ধান্ত। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান আর্ল এডিংস মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সে সংবাদমাধ্যমকে যা বললেন, তাতে সম্ভাব্য চিত্র অনেকটাই স্পষ্ট।

" আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও বিশ্বকাপ এখনও বাতিল হয়নি বা পিছিয়ে যায়নি, কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ১৬টি দলকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসা, বেশির ভাগ দেশেই যেখানে কোভিড এখনও বাড়ছে, আমার মতে, এটি (বিশ্বকাপ আয়োজন) অবাস্তব, কিংবা খুব, খুব কঠিন হবে।"

বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই বড় একটি রদবদল এসেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ পদগুলির একটিতে। চাকরি হারানোর গুঞ্জনের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস। চেয়ারম্যান এডিংস মঙ্গলবার সকালে এই খবর দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সামলাতে না পারায় রবার্টসের চাকরি ছিল ঝুঁকির মুখে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্থানীয় আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহী নিক হকলি আপাতত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

দায়িত্ব নিয়ে হকলি জানিয়েছেন, অনিশ্চয়তা থাকলেও তারা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন।

" দারুণ একটি স্থানীয় আয়োজক কমিটি আছে আমাদের, যারা সম্ভাব্য সবকিছুর জন্যই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। এরপর সিদ্ধান্ত যা হওয়ার হতে পারে।"

নাপোলির বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলতে চায় বার্সেলোনা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে শেষ ষোলোর প্রথম লেগ নিজেদের মাঠে দর্শকে ঠাসা স্টেডিয়ামে খেলেছিল নাপোলি। বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন মনে করেন, উয়েফার উচিত বার্সেলোনাকে ফিরতি লেগের ম্যাচটি লিসবনের নিরপেক্ষ ভেন্যুর বদলে কাম্প নউয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া।ফেব্রুয়ারিতে সান পাওলো স্টেডিয়ামে প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ফিরতি লেগের এই ম্যাচসহ স্থগিত হয়ে যায় প্রতিযোগিতাটির সব ম্যাচ। এটিসহ শেষ ষোলোয় মোট চারটি ম্যাচ বাকি।গত বুধবার উয়েফা জানায়, স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে আগামী অগাস্টে পর্তুগালের লিসবনে বসবে 'আট দলের মিনি-টুর্নামেন্ট।' শেষ আটের ড্র হবে ১০ জুলাই।শেষ ষোলোয় ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ-চেলসি, ইউভেন্তুস-অলিম্পিক লিওঁ ও বার্সেলোনা-নাপোলি লড়াইয়ের ফিরতি লেগ হবে আগামী ৭ ও ৮ অগাস্ট। তবে ম্যাচগুলোর ভেন্যু এখনও ঠিক করেনি উয়েফা। হতে পারে পূর্ব নির্ধারিত ভেন্যুতে, নয়তো পর্তুগালে।ছবি: বার্সেলোনাছবি: বার্সেলোনাসেতিয়েন চান, ঘরের মাঠে

খেলতে। লা লিগায় শুক্রবার সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন বার্সেলোনা কোচ।"আমি ম্যাচটি আমাদের স্টেডিয়ামে খেলতে চাই। কারণ, যদি না খেলি তাহলে আমাদের প্রতিপক্ষকে সুবিধা দেওয়া হবে, যারা প্রথম লেগে খেলেছিল তাদের মাঠে এবং ভরা গ্যালারির সমর্থন পেয়েছিল।"

বদলে যাওয়া ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় এবার কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল হবে এক লেগে। উয়েফার এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সেতিয়েন।"আমি মনে করি এটা বাজে সিদ্ধান্ত, শুধু বার্সেলোনার জন্য নয়, সব দলের জন্য। দুই ম্যাচের ক্ষেত্রে ধাক্কা সামাল দেওয়া যায়, এখন সবকিছু থাকবে ঝুঁকির মধ্যে। আমি দুই লেগের পক্ষে কিন্তু উয়েফা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।"করোনাভাইরাসের কারণে তিন মাসের বেশি সময়ের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতি শেষে মাঠে ফিরে লা লিগায় দুই ম্যাচেই জিতেছে সেতিয়েনের দল। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। তবে আগামী ম্যাচে পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বর দলের বিপক্ষে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা।

BRIEF NOTE SHORT QUOTATION NOTICE

Sealed quotation on plain paper (as per format) has been invited from bonafide Indian Citizen having ITC, PTC, GST related document and FTL registration certificate (as per terms and condition) for supply of the following specified in connection with MGNREGA scheme under Manu Forest Sub-Division.

Particulars	Requisite Specification	Quantity require (approx)
Bamboo Jungra	Circular Jungra measuring 45cm diameter, 14 nos. vertical strands (Mritinga/Rupai) and closed horizontally woven up to a height of 4.5 feet (cross/horizontal strands-muli bamboo) and 3 nos. poles measuring 6 feet (Rupai/Mritinga) bamboo.	2000 nos. (two thousand)

The quotation will be received up to 3:00 PM of 25th June, 2020 vide No.F.2- 1/Dev/Tender/ MFSD-202.0-21' 933-71 dated 11/06/2020 of SDFO, Manu.

Detail terms and conditions may be seen in the office of the undersigned on any working days between 10:00 AM to 4:30 PM and also follow departmental website www.forest.tripura.gov.in

(Abhijit De, TFS)
Sub-Divisio Forest Officer
Manu Forest Sub-Division, LTV

ICA/C-673/2020-21

PNIeT No:- 13/EE/DWS-1/2020-21
Percentage rated e-tender in 2(Two) bids are invited for the following work:-

Sl. No.	DNIeT No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Deadline for online biding	Time, date of Pre-Bid Meeting	Place, Time & date of opening of Technical bid	Website for online biding	Place, Time and date for opening of online price bid	Class of Bidder	Cost of tender paper
1	5/ACE/PWD(DWS)/2020-21	Construction of Drainage Pump House at Kallayani including providing and installation of De-watering pump with delivery pipe lines and all other allied works under DWS Sub-Division-I, College Tilla, Agartala during the year 2020-21	Rs. 1, 65,56,365.00	Rs. 1, 65,564.00	9 (Nine) months	Upto 15.00 Hrs on 16/07/2020	At 12.00 Hrs on 06/07/2020	Up to 15.30 Hrs on 16/07/2020 Office of the Executive Engineer, DWS Division Agartala-I West District, Tripura,	https://tripuratenders.gov.in	Will be notified later on	Appropriate Class / category as per Nle-T	₹2500.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.jiov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.trigyratenders.govin

For details please visit wvvw.tripuratenders.qov.in and for any query please contact :- 0381-232-5606

ICA/C-667/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura.
Exective Engineer DWS Division,
Agartala-I Agartala, West Tripura

আলভেসের কঠিনতম প্রতিপক্ষ রোনালদো

লা লিগায় একসময় মুখোমুখি হতেন নিয়মিত। দুজনেরই ঠিকানা বদল হওয়ায় এখন সেই সুযোগ নেই। তবে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে দানি আলভেসের মনোভাব আছে আগের মতোই। ব্রাজিলিয়ান রাইট-ব্যাক জানালেন, তার মুখোমুখি হওয়া কঠিনতম প্রতিপক্ষ হলেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।একসময়ের পেপ গুয়ার্দিওলার 'সর্বজয়ী' বার্সেলোনা দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আলভেস 'ইউবিট' টিভিকে সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক তারকাকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেন।"সে আমাকে কখনোই তেমন ভোগাতে পারেনি, কারণ আমি মনোযোগী থাকতাম। তবে আমি যাদের মুখোমুখি হয়েছি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ হলো ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, নিঃ সন্দেহে।""সে ওই ধরনের প্রতিপক্ষ, যাদের বিপক্ষে আপনাকে শতভাগ লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। সেটা যদি ৯৯ শতাংশও হয়, তাহলে সে আপনাকে বোকা বানাবে এবং শেষ করে দেবেযখন আমি গুয়ার্দিওলার দলে ছিলাম, তখন আমার মনে হয়, সে আমাকে যতটা ভুগিয়েছিল তার চেয়ে বেশি আমি তাকে ভুগিয়েছিলাম।"লিওনেল মেসির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার রোনালদো বর্তমানে খেলছেন ইউভেন্তুসে। আর ৩৭ বছর বয়সী আলভেস আছেন স্বদেশি সাও পাওলোয়।

সব ম্যাচ জেতা কঠিন তবে সম্ভব: বার্সা কোচ

সমীকরণ পরিষ্কার- নিজেদের বাকি নয় ম্যাচ জিতলে অন্য কোনো হিসাব ছাড়াই লা লিগা শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে বার্সেলোনার। তবে কাজটা কঠিন হবে বলে মনে করেন কাতালান দলটির কোচ কিকে সেতিয়েন।স্পেনের শীর্ষ লিগে বার্সেলোনার নতুন শুরুটা অবশ্য ভালো হয়েছে। করোনাভাইরাস বিরতির পর নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে মায়োর্কা ও লেগানেসকে হারানো দলটি ২৯ ম্যাচে ২০ জয় ও চার ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।নিজেদের পরের ম্যাচে শুক্রবার সেভিয়ার মাঠে খেলবে বার্সেলোনা। তার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে সেতিয়েনের কাছে প্রশ্ন ছিল, সম্ভাব্য ২৭ পয়েন্টের সবগুলো অর্জন করা সম্ভব কি-না। লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেসদের কোচ জানান তার অভিমত।"আমি মনে করি এটা সম্ভব নাও হতে পারে। যদিও দলের সামর্থ্য আছে। বাস্তবতা হচ্ছে পুনরায় শুরুর পর আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছি, ছয় গোল করেছি এবং কোনো গোল হজম করিনি। এটা ভালো এবং অন্য দলের চেয়ে ভালো। কিন্তু প্রতিটি পয়েন্ট অর্জন করা কঠিন। তবে সম্ভব।"দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হওয়ায় আগের মতো ভরা গ্যালারির সমর্থন পাবে না সেভিয়া। এতে নিজেদের সুবিধা দেখলেও লড়াইটা কঠিন হবে বলে মনে করেন বার্সেলোনা কোচ।"এটা আমাদের উপকার করতে পারে।

তবে এটা নির্ভর করবে ম্যাচ কীভাবে এগোয়, সেটার ওপর। এটা সত্যি যে এস্তাদিও সানচেস পিসহুয়ানে সমর্থকরা দলকে অনেক উৎসাহ জোগায়।""আমরা তৃতীয় স্থানে থাকা দলের মাঠে খেলতে যাচ্ছি, ম্যাচটা কঠিন হবে। আমাদের ভালো খেলতে হবে। ম্যাচটা জেতা আমাদের আত্মবিশ্বাসের জন্য দারুণ হবে, তবে এটা অবশ্যই শিরোপা নির্ধারক হবে না।"

CORRIGEN DUM.

Due to unavoidable circumstances "NOTICE INVITING e-TENDER :04/EE/WRD-I/e-tender/2020-21 Dated: 30-05-2020 Circulated vide Memo No.F.16(2)/EE/WRD-1/802-28, Dated,30-05-2020. And NOTICE INVITING e-TENDER :05/ EE/WRD-I/e-tender/2020-21 Dated: - 30-05-2020 Circulated vide Memo No.F.16(2)/EE/WRD-1/835-63, Dated,30-05-2020 is hereby cancelled. C.C.P.S.Agartala for infor ation 26-27. Sri ,A.E.WRD-1,Kunjaban,A•artala./Sri Gautam Ch• dhury,A.E.WRD-1,Kunjaban,Agartala.

ICA/C-665/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura (Er.Pankaj Kurt Raha)
Executive Engineer W.R. Division No. I, Kunjaban,Agartala. Office Phone No - 0381-235-0206

শনিবার গরীব কল্যাণ রোজগার অভিযানের শুভারম্ভ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ জুন, শনিবার গরীব কল্যাণ রোজগার অভিযানের শুভারম্ভ করবেন।এতে করে নিজের গ্রামে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকরা উপকৃত হবেন।পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামবাসীও নতুন কর্মসংস্থানের দিশা পাবেন।শনিবার সকাল ১১ টায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, উপ - মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর উপস্থিতিতে ভিডিও কনফারন্সিং এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের শুভারম্ভ করবেন। এ ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন আরও পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ছয় রাজ্যের ১১৬ টি জেলার সার্বজনিক সেবা কেন্দ্র এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। আগামী ১২৫ দিন ধরে এই অভিযান চলবে। খরচ হবে ৫০ হাজার কোটি টাকা।যে ছয়টি রাজ্যে এই অভিযান শুরু হবে সেগুলি হল বিহার, ওডিশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড। ১১৬ টি জেলার ২৫ হাজারের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক এতে উপকৃত হবে।বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। সেগুলি হল গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত, সড়ক পরিবহন, খনি, পরিবেশ, রেল পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, কৃষি, টেলিকমিউনিকেশন।

দক্ষিণ কাশ্মীরে আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি. স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের অবন্তীপোরায় কর্তব্যরত অবস্থায় সার্ভিস রাইফেল দিয়ে নিজের ওপর গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন সিআরপিএফ-এর ১৭৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের এক জওয়ান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত জওয়ানের নাম মতি রাম। সিআরপিএফ- এ কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। জানা গিয়েছে সেখানে রোড ওপেনিং পার্টিতে মোতায়েন করা হয়েছিল ওই জওয়ানকে। বৃহস্পতিবার সকালে গুলির তীব্র আওয়াজ শুনে সহকর্মীরা ছুটে এসে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে মতি রাম।দ্রুততার সাথে ওই জওয়ানকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কি কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন মতিরাম তা খতিয়ে দেখতে পৃথকভাবে তদন্ত করছে পুলিশ এবং সিআরপিএফ। সিআরপিএফ মুখপাত্র জানিয়েছেন মতি রামের আত্মহত্যার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লির রোহিণী আদালতে আগুন, গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে যাওয়ার শঙ্কা!

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): আগুন-আতঙ্ক দিল্লির রোহিণী আদালতে। বৃহস্পতিবার সকালে রোহিণী আদালতের তিন-তলায় রেকর্ড রুমে আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুড়ে গিয়েছে রেকর্ড রুমে থাকা আসবাবপত্র। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৪১ মিনিটে ফোন করে জানান হয় রোহিণী আদালতের তিন-তলায় রেকর্ড রুমে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। ততক্ষনে রেকর্ড রুমে থাকা আসবাবপত্র পুড়ে যায়।

কোভিড-১৯ নিয়ে বৃহস্পতিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

অমরপুর মহকুমা সংশোধনাগার বিচারাধীন যুবককে অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিচার বিভিগীয় তদন্ত চাইল গণমুক্তি পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। গত ১৭ ই জুন সকাল ৮ ঘটিকায় অমরপুর মহকুমা সংশোধনাগারে করবুক মহকুমার শুকনাছড়ি ভিলেজের বাসিন্দা সাজাইও মগ নামে ২৮ বছরের এক বিচারাধীন যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সাজাইও মগের মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে না দিয়ে এবং কোনরকম ফরেন্সিক পরীক্ষা না করে সন্দেহের বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছে। আজ ঘটনাটি জানাজানি হলে সমগ্র করবুক মহকুমায় ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সাজাইও মগ তামিলনাড়ুতে একটি বেসরকারী সংস্থায় কাজ করত। লকডাউনে কাজ চলে গেলে গত ২৯ শে মে বাড়ীতে ফিরে এসে হোম কোয়ারেন্টাইনে। শিলাছড়ি থানার পুলিশ এই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থাতেই পুরনো একটি মামলার জেরে গত ১৩ই জুন রাতে তাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে এসে এবং পরদিন তারপর কোর্টে সোপর্দ করে। কোর্ট সাজামাকে ৫ দিনের হাজতবাসে পাঠায়। হাজতবাসের তৃতীয় দিনেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সংশোধনাগার এবং থানার লক-আপে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের গত ২৭ মাসের রাজত্বে এরকম পবপর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গনমুক্তি পরিষদ যুগপৎ বিস্ময় এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ২৮ বছরের একজন তরতাজা যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং তার মৃতদেহ আত্মীয়দের হাতে তুলে না দিয়ে রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে ফেলা অত্যন্ত অমানবিক ঘটনা এবং গুরুতর অপরাধের সামিল। গনমুক্তি পরিষদ দাবী জানাচ্ছে- সার্জিও মগের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং তার পেছনে দায়ী কারা তা খুঁজে বের করতে অবিলম্বে উচ্চ আদালতে কর্মরত একজন বিচারকের দ্বারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে। এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাজাইও মগের পরিবারে একটি সরকারী চাকুরী দিতে হবে।

বর্ষার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে ব্যবসা করছেন শান্তিরবাজারের কিছু সব্জী ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ জুন।। বর্ষার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে দোকান করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছে শান্তির বাজারের কিছু সংখ্যক সব্জী ব্যাবসায়ীদের। আজ শান্তির বাজারের সাপ্তাহিক বাজার বার। এই সাপ্তাহিক বাজারকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজারের গ্রামীন এলাকার কিছুসংখ্যক কৃষক উনাদের উৎপাদিত ফসলনিয়ে বাজারে বিক্রি করারজন্য আসেন। কিন্তু দেখাযায় যে সকল সব্জী বিক্রেতা প্রতিনিয়ত কৃষকদের কাছথেকে সব্জী ক্রয়করে বিক্রি করে তারা আরামের সহিত সেডঘরে সব্জী বিক্রিকরে। কিন্তু পকৃত কৃষকরা উনদের উৎপাদিত ফসলগুলি নিয়ে বাইরে বসতেহয়। এতেকরে বর্ষার সময় উনাদের বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। আজ সকালথেকে বৃষ্টি হবার কারনে কিছু সংখ্যক কৃষক ছাতা মাথায় দিয়ে আর কিছুসংখ্যক কৃষক বৃষ্টিতেই ভিজে উনাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করারজন্য বসে রয়েছে। বৃষ্টির ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে সমস্যার সন্মুখিন হতেহয়। অপরদিকে দেখাযায় সেডঘরে থাকা সব্জী বিক্রেতারা প্রতিনিয়ত কৃষকদের তুলনায় চওড়া দামে সব্জী বিক্রিকরে। অধিক মুনফারলক্ষ্যে সেডঘরে থাকা সব্জী বিক্রেতারা সব্জীবিক্রিকরে। তাই অধিকাংশ ক্রেতা বৃষ্টির জলে ভিজেও সব্জী ক্রয় করারজন্য বাইরের দোকানগুলিতে ছুটেযায়।

তাই গ্রামীন এলাকার কৃষকদের দাবী বাজার কমিটি উনাদের ব্যাবসার সুবিধার্থে অস্থায়ীভাবে ছাউনিদিয়ে সেডঘর বানিয়ে দিলে উনারা খোবই উপকৃত হবেন। এতেকরে কৃষকরা এই বর্ষায় কোনোপ্রকার দোকানদারী করে উনাদের পরিবার চালাতে পারবেন। এখন দেখার বিষয় এই ছোটখাটো সব্জী বিক্রেতাদের উন্নয়ন স্বার্থে পৌর নিগম ও বাজার কমিটি কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

প্রাচ্য ভারতী স্কুলে ফলাফল বিভ্রাট নিয়ে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এনএসইউআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। রাজধানীর ধলেশ্বরের প্রাচ্য ভারতী স্কুলে একাদশ শ্রেণীর ফলাফল বিভ্রাটের সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দিল এনএসইউআই। বৃহস্পতিবার অফিল লেনস্থিত শিক্ষা ভবন দপ্তরের অধিকর্তার সাথে দেখা করে ফল প্রকাশ নিয়ে বিভ্রাটের তদন্ত করা দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশন শেষে এনএসইউআই রাজ্য সহসভাপতি সম্রাট রায় অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছর যাবৎ প্রাচ্য ভারতীয় স্কুলে পরীক্ষার ফল নিয়ে কেলেঙ্কারি ঘটছে। বুধবার একাদশ শ্রেণীর ফল প্রকাশের পর দেখা যায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে। কেন প্রতিবছর এই ঘটনা ঘটছে তা তদন্ত করে দেখার দাবি জানানো হয়েছে। সেই সাতে তিনি এই স্কুলের শিক্ষার পরিকাঠামো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতি সত্বর এই পল বিভ্রাটের তদন্ত না করা হলে এন এস ইউ আই আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছে। আর তা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় স্কুলে।

গন্ডাছড়ায় লুম্বিনী বুদ্ধ বিহার কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ জুন।। গন্ডাছড়া নারায়নপুরসিত লুম্বিনী বুদ্ধ বিহার কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বৃক্ষ রোপন করা হয়। এদিন সকাল আটটায় মন্দির প্রাঙ্গণে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে বৃক্ষ রোপন করা হয়। এদিন প্রায় শতাধিক বিভিন্ন গাছের চারা রোপন করা হয়। মন্দির কমিটির এক কর্মকর্তা জানান আগামী ৫ শে জুলাই আষারি বুদ্ধ পূর্ণিমাকে সামনে রেখেই এদিন বৃক্ষ রোপন করা হয়।

ভারতে করোনায় মৃত্যু ১২,২৩৭ জনের সুস্থতার হার বাড়ছে : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছে না, বরং হু হু করে বেড়েই চলেছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১২,৮৮১ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১২,২৩৭ জন এবং সংক্রমিত ৩,৬৬,৯৪৬ জন। সুস্থও হয়ে উঠছেন প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,৯৪,৩২৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৬৬,৯৪৬ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১,৬০,৩৮৪)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২,২৩৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৯৪,৩২৫ জন। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সুস্থতার হার উন্নতি হয়েছে ৫২.৯৫ শতাংশে। সুস্থতা এবং মৃত্যুর অনুপাত হল-৯৪.০৭ শতাংশ : ৫.৯৩ শতাংশ। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা যেভাবে করোনা-পরীক্ষাও দ্রুত গতিতে বাড়ানো হচ্ছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,৬৫,৪১২টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ১৭ জুন পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে ৬২,৪৯,৬৬৮টি স্যাম্পেল।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১২,২৩৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৮ জনের, বিহারে ৪৪ জনের, চন্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১০ জন, দিল্লিতে ১৯০৪ জনের, গুজরাটে ১৫৬০ জনের, হরিয়ানায় ১৩০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৮ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১০ জনের, কর্ণাটকে ১০২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২০ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৪৮২ জন, মহারাষ্ট্রে ৫,৬৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ১১ জনের, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ৭৮ জন, রাজস্থানে ৩১৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ৫৭৬ জন, তেলেঙ্গানায় ১৯২ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ২৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৪৩৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫০৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ-এই রাজ্যগুলির করোনা-পরিস্থিতি রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে। এই রাজ্যগুলিতেই প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১১,৬৭৫২, দিল্লিতে ৪৭,১০২, তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত ৫০,১৯৩, রাজস্থানে সংক্রমিত ১৩,৫৪২ এবং পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমিত ১২,৩০০।

আফগানিস্তানে ২৭ হাজার ছাড়ালো করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ৫৪৬

কাবুল, ১৮ জুন (হি.স.): বাড়তে বাড়তে আফগানিস্তানে ২৭ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। আফগানিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ৬৫৮ জন। নতুন করে ৬৫৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আফগানিস্তানে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ২৭,৫৩২। আরও ৪২ জনের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৫৪৬ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ৭,৬৬০ জন। বৃহস্পতিবার আফগান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছেন, শেষ ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫৮ জন এবং ১,৩০১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৫০২ জন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৪২ জনের।

এই নিয়ে অষ্টমবার, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত ভারত

নিউইয়র্ক, ১৮ জুন (হি.স.): এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হল ভারত, তাও আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এই নিয়ে অষ্টমবার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হয়েছে ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী আসনে নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থনের মাধ্যমে ২০২১-২২ মেয়াদে ভারতকে নির্বাচিত করেছে। ১৯২টি ভোটের মধ্যে ভারত পেয়েছে ১৮৪টি ভোট। ব্যাপক সমর্থনে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছে ভারত, এজন্য আমি ভীষণ আনন্দিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই সাফল্য ও জয়ের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের পার্মানেন্ট মিশন এবং বিদেশ মন্ত্রকের টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রীর বার্তা, কঠোর পরিশ্রমের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী মিশন এবং বিদেশ মন্ত্রকের টিমকে অভিনন্দন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ফের অস্থায়ী সদস্য পদে নির্বাচিত ভারত। এই নিয়ে আটবার অস্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তি হল ভারতের। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি দেশ। আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। বাকি দশটি আসন রয়েছে অস্থায়ী সদস্য দেশগুলির জন্য। এশিয়া-প্যাসিফিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত ৫৫টি দেশ বিপুলভাবে ভারতকে সমর্থন করেছে। এই গোষ্ঠীতে রয়েছে পাকিস্তান ও চিনও। ভারতকে অন্য দেশগুলি যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছে, তাতে অন্য কিছু করার কোনও উপায় ছিল না এই দুই দেশের। চিন ও পাকিস্তান এদিন ভারতকে সমর্থন করেছে। ২০২১-২২ সালের জন্য এই নির্বাচন। এর আগে, ভারত সাতবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হয়েছে। সেগুলি ছিল- ১৯৫০-৫১, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৭-৭৮, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৯১-৯১ ও ২০১১-১২। ভারতের পাশাপাশি আয়ারল্যান্ড, মেক্সিকো, ও নরওয়ে নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হয়েছে।

কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও কৃষকদের কল্যাণে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও কৃষকদের কল্যাণে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে ও কৃষিমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতির কারণে রাজ্যে কৃষিজ সামগ্রী উৎপাদনে যেন কোন প্রভাব না পরে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষকদের স্বার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর। আজ সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন, সেই লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও কৃষক কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা" নামে একটি নতুন কর্মসুচি গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি, শস্য চাষে বৈচিত্রতা, জৈব পদ্ধতিতে চাষ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রদান, আখ, মাষকলাই, ভুট্টা চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে কৃষি দপ্তর। কৃষিমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের সকল ধান চাষীদের ফসল বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বীমার প্রিমিয়ামের সামান্য অংশ কৃষকরা বহন করবেন এবং বেশিরভাগই বহন করবে রাজ্য সরকার। এই যোজনায় রাজ্যের ৪ লক্ষ ৪২ হাজার কৃষক উপকৃত হবেন বলে কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ১৬ জুন ২০২০ পর্যন্ত খারিফে মোট ৪ হাজার ২৩ জন এই বীমার আওতায় এসেছেন। চলতি বছরে খারিফে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার এবং রবিতে ১ লক্ষ ২৩ হাজার কৃষককে এই বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কৃষক ফর্ম সংগ্রহ করেছেন। এখনও যে সকল কৃষক এই যোজনা সুযোগ নেওয়ার আবেদন করেননি, তাদের এই যোজনার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য কৃষিমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য চাষে বৈচিত্র আনা প্রয়োজন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ধানচাষের পাশাপাশি ভুট্টা ও মাষকলাই চাষে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, চাষের খরচের তুলনায় ভুট্টা ও মাষকলাই চাষে বেশি আয়ের সুযোগ রয়েছে। তার মাধ্যমে বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার আগামী তিন বছরের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কৃষিমন্ত্রী জানান, আগামী তিন বছরে ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা এবং ২২ হাজার হেক্টর জমিতে মাষকলাই চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ভুট্টা চাষে লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার হেক্টর এবং মাষকলাই চাষে লক্ষ্যমাত্রা ১০ হাজার ৫০০ হেক্টর। সরকার উৎসাহী কৃষকদের চাষের খরচ বাবদ ভুট্টার ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৬ হাজার টাকা এবং মাষকলাই চাষের ক্ষেত্রে ৯ হাজার টাকা সহায়তা দেবে। তিনি জানান, এই তিন বছরে ভুট্টাচাষের মাধ্যমে প্রায় ৬০ হাজার কৃষক এবং মাষকলাই চাষে ৫০ হাজার ১৪৬ জন কৃষক উপকৃত হবেন।

কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, জৈবচাষের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তথ্য উল্লেখ করে তিনি জানান, ২০১৯-২০ বছরে ৩৪টি ব্লক এলাকায় ৪ হাজার হেক্টর জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা হয়েছে। ৪২৮৪ জন কৃষক জৈব পদ্ধতিতে চাষের যুক্ত হয়েছেন। চলতি বছরে ১৫ হাজার হেক্টর এলাকাকে জৈবচাষের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী জানান, ২০২০-২১ সালে পি এম কিষাণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের ১ লক্ষ ৪২ হাজার কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৩৭ হাজার ৪২০ জন কৃষক ৯৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন। কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, ২০২০ ২১ অর্থবছরে ১৫০০ হেক্টর জমিতে আখ চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের প্রতি হেক্টরে ২০ হাজার টাকা চাষের খরচ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে গুড়ের চাহিদা মেটাতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড় ডি পি সরকার এবং উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির জমানায় শ্রমজীবি মানুষ বিপাকে পড়ছেন ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুন।। গত ৬ বছরে বিজেপির শাসনে আমাদের দেশের পরিস্থিতি জটিল তেকে জটিতর হয়েছে। একের পর এক জনবিরোধী নীতি, পুঁজিপতি-কর্পোরেটদের স্বার্থ র৭া করতে গিয়ে দেশের সরকার কৃষি ও শিল্পে সংকট তৈরি করেছে। বর্তমানে সময়ে কোবিড ১৯ সংক্রমন বৃদ্দিতেও দেসের সরকার অনেকটা দায়ী। বক্তা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় অফিস লেনে সিট্যু রাজ্য কার্যালয়ে প্রয়াত সিট্যু নেতা পিযুস নাগ, কাজল ঘোষ এবং সুব্রত চক্রবর্তীর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এদিন স্মরণ সভার শুরুতেই তিন সিট্যু নেতাকে শ্রদ্ধা জানান মানিক সরকার, সিট্যু রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, সম্পাদক তথা প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে নানা ইস্যুতে তুলোধুনো করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। গত ৬ বছরে বিজেপি সরকার দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করছে। শ্রমজীবি মানুষ আজ বিপাকে পড়ছেন। প্রতিদিন আঘাত আনা হচ্ছে শিল্প ও কৃষির উপর। তিনি বলেন, দেশজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি চলছে। বিচার ব্যবস্থার উপর আক্রমণ আনা হচ্ছে। গণতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে এদিনও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে ভুলেননি বিরোধী দলনেতা। তাঁর মতে, ভারত সরকারের সচেতনার অভাবেই আজ করোনা সংক্রমণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার পরেও ভারত সরকার সচেতন না হওয়ায় এর ফলে এটা বেড়েছে। তিনি সরকারের লকডাউন নিয়েও কড়া সমালোচনা করেছেন। এদিনের স্মরণসভায় মানিক দে, শংকর প্রসাদ দত্তরাও আলোচনা করেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে হয় এদিনে স্মরণসভা।

পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে

হাফলং (অসম), ১৮ জুন (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে বৃহস্পতিবার থেকে চলছে পণ্যবাহী ট্রেন। গত ১৭ দিন থেকে পাহাড় লাইনে সব ধরনের ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার পর অবশেষে আজ সকাল থেকে সচল হয়ে উঠেছে পাহাড় লাইন। আগামী ২২ জুন থেকে চলবে যাত্রীবাহী ট্রেন। গত ১ জুন রাতে মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী ৫৭/০ এবং ৫৭/২ কিলোমিটার অংশে ধস নেমে প্রায় ৮০ মিটার এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচের মাটি ধুয়েমুছে যাওয়ার পাশাপাশি প্রায় ২০০ মিটার রেলপথ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যার দরুন গত ১৭ দিন থেকে রেলপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড় করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি সহ ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মণিপুর। তবে মুপায় ধস বিধ্বস্ত এলাকায় রেল কর্মী ও ঠিকাদার সংস্থা যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে আগের জায়গা থাকা রেললাইনের অ্যালাইনমেন্ট প্রায় ৩০ মিটার দূরে সরিয়ে ১৮০ মিটার জায়গায় মাটি ভরাট করে নতুন করে রেলপথ নির্মাণ করা হয়ে। এর পর বুধবার প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে সফলতার সঙ্গে লাইট ইঞ্জিন চালানোর পর আজ সকালে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ট্র্যাক সার্টিফিকেট দেয়। ট্র্যাক সার্টিফিকেট পাওয়ার পর শুরু হয় পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানান, আজ প্রথমে বদরপুর থেকে লামডিংগামী খালি

ছয়ের পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট সিআইটিইউর ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ জুন।। সিআইটিইউ গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দশ দফা দাবির সমর্থনে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের নিকট স্মারকলিপি তুলে দেয়। দাবি গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে সরকারী অনুদান দিতে হবে। আয়কর দেন না এমন প্রতি পরিবারকে প্রতিমাসে ৭৫০০ টাকা করে দিতে হবে। গ্রাম পাহাড়ে ব্যপক হারে রেগার কাজ দিতে হবে এবং এই কাজ বছরে ২০০ দিন ও মজুরি ৩৪০ টাকা করতে হবে। তাদের দাবি গুলো মহকুমা শাসক সহমত পোষণ করে এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশন কালে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সুশান্ত হাজারি সহ আরো অন্যান্যরা।

মণিপুরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, নজর রাখছেন এনপিপি-প্রধান মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড

শিলং (মেঘালয়), ১৮ জুন (হি. স.) : মণিপুরে রাতারাতি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) সম্ভবত কিছুটা উদ্বিগ্ন। তাই দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কালবিলম্ব না করে মণিপুর ছুটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এনডিএ-এর অন্যতম শরিক দল হিসেবে মণিপুরে রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব মেঘালয়েও পড়তে পারে, সেই আশঙ্কাতেই হয়তো তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্টোল হোক চাইছেন এনপিপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এমন-কি, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি-প্রধান কনরাড কে সাংমাও সমগ্র পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

মণিপুরে দলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মতবিরোধের জেরেই দলের বিধায়ক তথা মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন। তাঁর কথায়, মণিপুরে বিজেপি এবং এনপিপি নেতৃত্বের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। ফলে, তিন বিজেপি বিধায়ক দল ছেড়ে দিয়েছেন। একই কারণে, এনপিপি বিধায়কগণ জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর দাবি, পরিস্থিতির ওপর ক্রমাগত নজর রাখছি। মণিপুর এনপিপি নেতৃত্বের সাথে কথাও বলছি ঘন ঘন।

বৃহস্পতিবারের সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁরা ক্রমাগত নজর রাখছেন। তাই দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদককে মণিপুর সফরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এনপিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মণিপুরে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দলের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।